রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন

হ্যান্ডবুক

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

ওরিয়েন্টেশন সিডিউল

সময়	কর্মসূচী	স্টাফের নাম
সকাল ৯:০০ টা থেকে ১০:০০ টা	– উপস্থিতি, রেজিস্ট্রেশন, গ্রুপ ভাগ	
সকাল ১০:০০ টা থেকে ১০:৩০ মিনিট	– উদ্বোধনী অনুষ্ঠান	
সকাল ১০:৩০ মিনিট থেকে ১১:৩০ মিনিট	– উদ্দেশ্য – রোভারিং কি ও কেন ? – স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস ও পটভূমি	
বেলা ১১:৩০ মিনিট থেকে ১২:৩০ মিনিট	স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ ঃ স্কাউট আন্দোলনের সংজ্ঞা, মিশন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, নীতিসমূহ এবং স্কাউট পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য, স্কাউট প্রতিজ্ঞা, আইন ও মটো।	
বেলা ১২:৩০ মিনিট থেকে ১:৩০ মিনিট	– রোভার প্রোগ্রাম ও ব্যাজ সম্পর্কে ধারণা প্রদান এবং – রোভার নেতার দায়িত্ব ও কর্তব্য	
বেলা ১:৩০ মিনিট থেকে ২:৩০ মিনিট	– দুপুরের খাবার, নামাজ/প্রার্থনা	
বেলা ২:৩০ মিনিট থেকে ৩:০০ টা	– ক্রু মিটিং সম্পর্কে ধারণাদান	
বিকেল ৩:০০ টা থেকে ৪:০০ টা	– স্কাউট আন্দোলনের প্রশাসনিক ও সাংগঠনিক কাঠামো (আন্তর্জাতিক, জাতীয়, আঞ্চলিক, জেলা, ইউনিট)	
৪:০০ টা থেকে ৫:০০ টা	– ওরিয়েন্টেশন শেষে অংশগ্রহণকারীদের করণীয় – মুক্ত আলোচনা – সনদপত্র বিতরণ – সমাপনী অনুষ্ঠান	

আঞ্চলিক সম্পাদকের কথা

স্কাউটিংয়ে প্রশিক্ষণ একটি চলমান প্রক্রিয়া। বয়স্ক নেতার নেতৃত্বে পরিচালিত স্কাউট আন্দোলনে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। বয়স্ক নেতারা ইতঃপূর্বে সরাসরি রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন। কিন্তু ২০০৯ সাল থেকে পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রশিক্ষণ স্কিম প্রবর্তন হওয়ায় সরাসরি রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স করার সুযোগ নেই। এখন থেকে এক দিনের ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন করার এক মাস পরেই রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স করা যাবে। আশা করি, ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্নকারীগণ পরবর্তীতে অনুষ্ঠেয় রোভার স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশ স্কাউটসের স্ট্র্যাটেজী প্ল্যান-২০১৩ অনুযায়ী স্কাউটিংয়ের মানোন্নয়ন ও দেশে স্কাউটের সংখ্যা ১০ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষে উন্নীত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ফলে প্রতি বছর ১১ – ১৫% সদস্য বৃদ্ধি করতে হবে।

ইতঃপূর্বে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে কোর্সের হ্যান্ডআউট শীট আকারে সরবরাহ করা হতো। আপাততঃ এগুলো একত্রিত করে হ্যান্ডবুক আকারে সরবরাহ করা হচ্ছে। এই কাজে ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। পরবর্তীতে শ্রদ্ধেয় স্কাউটারগণের পরামর্শে আরো সুন্দর করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

হ্যান্ডবুক সংকলনে সহযোগিতা প্রদান করায় আঞ্চলিক উপ কমিশনার ট্রেনিং, আঞ্চলিক পরিচালক, ফিল্ড অফিসার সহ সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ মনিরুজ্জামান
সম্পাদক
বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

রোভার লিডার ওরিয়েন্টেশন

সূচীপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
০১	জাতীয় সংগীত ও প্রার্থনা সংগীত	৩
০২	রোভারিং কি ও কেন (পঞ্চশিলাসহ)	৪
০৩	স্কাউট আন্দোলনের জনক ও স্কাউটিংয়ের পটভূমি	৪
০৪	স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস	৬-৮
০৫	স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ	৯
০৬	স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন	১০-১২
০৭	উপদল পদ্ধতি (Patrol System)	১৩-১৪
০৮	রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম	১৫-১৬
০৯	ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ (ব্যাজ পদ্ধতি/ ইধফমব ঝুংঃবস)	১৭-১৮
১০	রোভার স্কাউট লিডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য	১৯
১১	নেতৃত্ব (ইউনিট লিডার)	২০-২১
১২	ক্রু-মিটিং	২২
১৩	স্কাউট আন্দোলনের - সাংগঠনিক কাঠামো	২৩-২৪
১৪	ওরিয়েন্টেশন শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের করণীয়	২৪

জাতীয় সংগীত

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি,
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥

ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায়রে-
ওমা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি॥

কি শোভা, কি ছায়া গো, কি স্নেহ কি মায়া গো,
কি আঁচল বিছায়েছো বটের মূলে নদীর কূলে কূলে,
মা, তোর মুখের বাণী আমার কাণে লাগে সুধার মত,
মরি হায়, হায়রে-
মা তোর, বদন খানি মলিন হলে, ওমা আমি নয়ন জলে ভাসি॥
আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি॥

প্রার্থনা সংগীত

বাদশা তুমি, দ্বীন ও দুনিয়ার
হে পরওয়ার দেগার।
সেজদা লও হে হাজার বার আমার
হে পরওয়ার দেগার।

চাঁদ সুরুজ আর গ্রহ তারা
জ্বীন ইনসান আর ফেরেশতারা
দিন রজনী গাহিছে তারা, মহিমা তোমার
হে পরওয়ার দেগার।

তোমার নূরের রোশনী পরশে
উজ্জ্বল হয় যে রবি ও শশী
রঙিন হয়ে ওঠে বিকশি
ফুল সে বাগিচার
হে পরওয়ার দেগার।

বিশ্ব ভূবনে যাহা কিছু আছে
তোমারই কাছে করুণা যাঁচে
তোমরই মাঝে মরে ও বাঁচে
জীবনও সবার
হে পরওয়ার দেগার।

প্রার্থনা সংগীত

হে খোদা দয়াময় রহমান রহিম
হে বিরাট হে মহান হে অনন্ত অসীম।
নিখিল ধরণীর তুমি অধিপতি
তুমি নিত্য ও সত্য পবিত্র অতি
চির অন্ধকারে তুমি ধ্রুব জ্যোতি
তুমি সুন্দর ও মঙ্গল ও মহামহিম
হে খোদা দয়াময় .....॥

তুমি মুক্ত স্বাধীন
বাঁধা বন্ধনহীন
তুমি এক তুমি অদ্বিতীয় চিরদিন
তুমি সৃজনও পালনও ধ্বংসকারী
তুমি অব্যয় অক্ষর অনন্ত আদিম
হে খোদা দয়াময় .....॥

আমি গুনাহ্‌গার পথ অন্ধকার
জ্বালো নূরের আলো নয়নে আমার
আমি চাইনা বিচার রোজ হাশরের দিন
চাই করুণা তোমারি, ওগো হাকিম
হে খোদা দয়াময় .....॥

রোভারিং কি ও কেন (পঞ্চশিলাসহ)

স্কাউটিংয়ে রোভারিং হলো বয়োজ্যেষ্ঠ শাখা। সাত বছরে পদার্পনের পর থেকেই একজন বালক/বালিকা স্কাউট আন্দোলনের কাব শাখায় প্রবেশ করে কাব স্কাউটিং কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এগার বছর পার হলেই সে স্কাউট শাখায় প্রবেশ করে। এ পর্যায়ে তার বয়স ও কর্মক্ষমতার আলোকে স্কাউট কার্যক্রম উপস্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়। ষোল বছর বয়স পর্যন্ত সে ঐ একই কর্মসূচীতে কাজ করে। কিন্তু সতেরতে পদার্পনের সাথে সাথে সে আর স্কাউট শাখায় থাকতে পারে না। তাকে প্রবেশ করতে হয় রোভার স্কাউট শাখায়। বয়সের সাথে তাল মিলিয়ে বয়স উপযোগী করে বিন্যাস করা হয়েছে স্কাউটিংয়ের সর্বশেষ শাখা রোভার স্কাউটিং। রোভার স্কাউটিংকে বলা হয় Brotherhood of open air and Service.

স্কাউটিংয়ের এই পর্যায়ে রোভার শাখায় রয়েছে মুক্তাঙ্গণের কার্যাবলী সম্বলিত আনন্দদায়ক বিশেষ কিছু কার্যক্রম যার মাধ্যমে সেবা, ভ্রাতৃত্ব ও আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীলতার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল সারা বিশ্বের স্কাউটদের কাছে যিনি বি, পি, নামে পরিচিত, তিনি তাঁর "রোভারিং টু সাকসেস" বইয়ের মাধ্যমে তাঁর রোভারিংয়ের চিন্তাধারাকে লিপিবদ্ধ করেছেন। অপূর্ব চিন্তাধারায় রচিত যুবকদের জন্য লেখা তাঁর এই বই। তিনি বইটির প্রচ্ছদে এ বইয়ের মূল ভাব ব্যক্ত করেছেন। এক স্রোতস্বিনী পাহাড়িয়া নদীতে একটা ছোট্ট ডিংগী নৌকায় চড়ে দুই হাতে কঠিনভাবে বৈঠা আকড়ে ধরে স্রোতে বয়ে চলেছে এক যুবক। সামনে উদীয়মান সূর্য আর ঘন শ্যামল প্রান্তর। মাঝে মধ্যে সামান্য মুখতুলে আছে পাঁচটি শিলাখন্ড, এর যে কোন একটার সাথে আঘাত লাগলে খন্ড বিখন্ড হয়ে তলিয়ে যেতে পারে সেই ডিংগীটা।

বইটিতে বিপি ডিংগীর সাথে যুবকের জীবনের এবং নদীর স্রোতের সাথে সময়ের তুলনা করেছেন। আর ঐ শিলাখন্ডগুলির নামকরণ করেছেন-১) Horses (জুয়া), ২) Wine (নেশা), ৩) Women (যৌন আকাঙ্খা), ৪) Cuckoos & Humbugs (শঠতা) ও ৫) Irreligion (নাস্তিকতা)।

একজন যুবক তার দৈনন্দিন জীবনে উল্লিখিত যে কোন একটি প্রতিবন্ধকতার সংস্পর্শে এলে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়া তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হয়ে পড়ে; জীবনের লক্ষ্যে পৌছানো অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় জীবনের গতিধারা বাঁধাগ্রস্ত হয়ে অপ্রত্যাশিত দিকে মোড় নেয়। তাই একজন যুবক/যুবতীকে এ বাঁধাসমূহ অতিক্রম করে জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর উদ্দেশ্যে বিপির মূল চিন্তাধারার উপর ভিত্তি করেই রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম প্রতিষ্ঠিত।

স্কাউট আন্দোলনের জনক ও স্কাউটিংয়ের পটভূমি

ব্যাডেন পাওয়েল (বি.পি)

বি.পি.'র বংশ পরিচয় ঃ

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। কোমলমতি বালকেরা তাঁর নামের দু'টো আদ্যাক্ষর নিয়ে ডাকতো বি.পি. বলে। সেই থেকে তিনি সারাবিশ্বে স্কাউটদের কাছে বি.পি. নামে পরিচিত। তার জন্ম হয়েছিল ১৮৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডনে। তার পিতা প্রফেসর রেভারেন্ড এইচ, জি, ব্যাডেন পাওয়েল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। বি.পি.'র মাতা ছিলেন ব্রিটিশ এডমিরাল ডবিউ. টি. স্মিথের কন্যা হেনরিয়েটা গ্রেস। বি.পি. সাত ভাই বোনের মধ্যে পঞ্চম ছিলেন। মাত্র তিন বছর বয়সের সময় ১৮৬০ সালে তার পিতা মারা যান।

বি.পি.'র বাল্যকাল ঃ

বি.পি. লন্ডন নগরীর চার্টার হাউস স্কুলে ১৮৭০ সালে ভর্তি হন। উক্ত স্কুলে শুধুমাত্র বনেদী পরিবারের ছেলেমেয়েরা পড়ার সুযোগ পেত। ছাত্র হিসাবে তিনি মোটামুটি ছিলেন। উল্লেখ্য যে, ১৮৭২ সালে চার্টার হাউস স্কুলটি গোড়ালমিং নামক স্থানে স্থানান্তর হয়। এখানে তিনি স্কুলের পিছনে ঘন ও সবুজ বনানীতে তার কৌতুহল মিটানোর জন্য প্রায়ই সকলের অগোচরে প্রবেশ করতেন এবং প্রকৃতির সাথে তার এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে।

বি.পি.'র সৈনিক জীবনঃ

বি, পি'র ভাইয়েরা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করতেন। তাকেও অক্সফোর্ডে পাঠানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু তিনি সবার চিন্তার অবসান ঘটিয়ে ১৮৭৬ সনে সেনাবাহিনীতে ভর্তি হন। তিনি ১৩তম হুসার্স সেনাদলে কমিশন পদে "সাব-লেফটেন্যান্ট" হিসাবে সরাসরি যোগদান করেন এবং ১৮৭৬ সালে ৩০ অক্টোবর প্রথম বারের মত ভারতের মাটিতে পা রাখেন। তার তীক্ষ্ম বুদ্ধি ও সামরিক দক্ষতার স্বীকৃতি হিসাবে মাত্র ২৬ বছর বয়সে তিনি ক্যাপ্টেন পদে ও পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায় পেরিয়ে মাত্র ৪৩ বছর বয়সে একমাত্র বি.পি.-ই হলেন ব্রিটিশ সেনা বাহিনীর সর্বকনিষ্ঠ মেজর জেনারেল। বি.পি. সৈনিক জীবনে বিভিন্ন সময়ে একাধিকবার দক্ষিন আফ্রিকায় বুয়রদের সাথে ব্রিটিশদের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন ও সফলতা লাভ করেন। তিনি ১৯০০ সালে ম্যাফেকিং এর যুদ্ধে ২১৭ দিন অবরুদ্ধ থাকার পর জয়লাভ করেন।

১৯০৭ সালে বিপি ইন্সপেক্টর জেনারেল পদ (অশ্বারোহী সৈন্য দলের সর্বোচ্চ পদ) থেকে চাকরী জীবনের সমাপ্তি টানেন। এই সময় থেকে তিনি বয় স্কাউটদের গোড়াপত্তনের কাজে বিশেষ মনোযোগী হন। সে লক্ষ্যে ১৯০৭ সালে পোল হারবারে অবস্থিত ব্রাউন্সি দ্বীপে পরীক্ষামূলকভাবে বিশ্ব স্কাউটসের প্রথম ক্যাম্পের আয়োজন করেন। এই ক্যাম্পই বিশ্বের প্রথম স্কাউট ক্যাম্প বলে চিহ্নিত। ১৯০৮ সালে বালকদের চাহিদার কথা মনে রেখে তিনি "স্কাউটিং ফর বয়েজ" নামে তাদের উপযোগী একটি বই প্রকাশ করেন, বইটি ছয় খন্ডে প্রকাশিত হয়।

বি.পি.'র বিবাহিত জীবন ঃ

বি.পি.'র স্ত্রীর নাম ওলাভ সোয়েমস্। ২৯ অক্টোবর ১৯১২ সালে তারা পরিনয় সূত্রে আবদ্ধ হন। তার এক ছেলে ও দুই মেয়ে। তাদের নাম পিটার, হিতার ও বেটী।

আবু সাইদ মোঃ আক্রামুজ্জামান
যুগ্ম সম্পাদক
নাটোর জেলা রোভার, নাটোর।

বি.পি.'র শেষ জীবন ঃ

শেষ জীবনে তিনি কেনিয়ার নিয়েরী নামক স্থানে বাস করতেন। এখানে নিজ বাড়ীতেই ১৯৪১ সালে ৮ জানুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

পাক ভারত ও বাংলাদেশে স্কাউটিংঃ

ভারতে বসবাসরত ইংরেজ বালকদের জন্য ১৯১০ সালে প্রথমে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও জব্বলপুরে স্কাউটিং প্রবর্তিত হয়। ভারতবাসীদের উদ্যোগ এবং বিপি এর বারংবার অনুরোধের প্রেক্ষিতে বৃটিশ সরকার ১৯১৯ সালে ভারতবাসীদের স্কাউটিং করার সুযোগ দেয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি পৃথক রাষ্ট্র হিসাবে গঠিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশ পাকিস্তানের "পূর্ব পাকিস্তান" প্রদেশ ছিল। ১৯৪৭ সালে পহেলা ডিসেম্বর করাচীতে পাকিস্তান বয় স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২২ মে ঢাকায় ইস্ট বেঙ্গল স্কাউট এসোসিয়েশন গঠিত হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ১৯৭২ সালে ৮ ও ৯ এপ্রিল ঢাকায় অনুষ্ঠিত দেশের সমগ্র স্কাউট নেতৃবৃন্দ এক সভায় মিলিত হয়ে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" গঠন করেন। ঐ বছর সেপ্টেম্বরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ১১১নং অর্ডিনেন্স বলে "বাংলাদেশ স্কাউট সমিতি" সরকারী স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৭৪ সালের ১ জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ স্কাউটসকে ১০৫তম সদস্য সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। পরবর্তীতে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "বাংলাদেশ স্কাউটস"।

স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস

প্রতিষ্ঠাতা ঃ রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল

১৮৫৭	২২ ফেব্রুয়ারি লন্ডন শহরে জন্মগ্রহণ করেন
১৮৬০	তাঁর পিতা মারা যান
১৮৭৬	সৈন্য বিভাগে ভর্তি হয়ে ভারতের লাক্ষ্ণু-র নলখনৌতে আসেন
১৮৯৯	১৮৯৯-১৯০০ ম্যাফেকিং এর যুদ্ধে ২১৭ দিন অবরুদ্ধ থাকেন
১৯০৭	পোলহারবারে অবস্থিত ব্রাউন্সী দ্বীপে **প্রথম স্কাউট ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয় (স্কাউট আন্দোলনের সূত্রপাত)
১৯০৮	**স্কাউটিং ফর বয়েজ** বই ৬ টি পাক্ষিক খন্ডে প্রকাশিত হয়
১৯১০	মেয়েদের জন্য **গার্ল গাইড** প্রবর্তিত হয়
১৯১২	বৃটিশ সরকার স্কাউট আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেয়
১৯১২	বিপি'র বোন অ্যাগনিজ বালিকা স্কাউটদের জন্য যে বই লিখেছিলেন তা আরো বাড়িয়ে ১৯১২ সালে বালিকাদের স্কাউট শিক্ষা নামে প্রকাশিত হয়
১৯১২	বিপি বিয়ে করেন
১৯১৪	উল্‌ফ কাব প্রবর্তিত হয়
১৯১৬	কাবদের জন্য লেখা বিপি'র **উল্‌ফ কাব হ্যান্ডবুক** প্রকাশিত হয়
১৯১৮	রোভার স্কাউটিং প্রবর্তিত হয়
১৯১৯	মিঃ ডবিউ ডি বয়েজ **গিলওয়েল পার্ক** স্কাউট প্রশিক্ষণের জন্য দান করেন
১৯১৯	**প্রথম উডব্যাজ কোর্স** অনুষ্ঠিত হয়
১৯২০	ইংল্যান্ডের অলিম্পিয়াতে **প্রথম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯২০	বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয়। এর নাম ছিল International Bureau of Scouts.
১৯২১	বিপি বিশ্বের প্রধান স্কাউট হিসেবে ভারতে আসেন
১৯২২	রোভার স্কাউটদের জন্য বিপি'র লেখা **রোভারিং টু সাকসেস** প্রকাশিত হয়
১৯২৪	ডেনমার্কের কোপেন হেগেনে **দ্বিতীয় বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯২৬	প্রতিবন্ধীদের জন্য স্কাউটিং শুরু হয়
১৯২৮	স্কাউট গ্রুপ প্রবর্তিত হয়
১৯২৮	ডিপ-সি স্কাউট প্রবর্তিত হয়
১৯২৯	ইংল্যান্ডের বার্কেন হেড এ্যারো পার্কে **তৃতীয় বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩১	সুইজারল্যান্ডের ক্যান্ডার এস্টেটে **প্রথম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩৩	হ্যাংগেরীতে গোডালু নামক স্থানে **চতুর্থ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩৫	সুইডেনের ইনগারে **দ্বিতীয় বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩৭	নয়া দিল্লিতে **সর্বভারতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৩৯	স্কটল্যান্ডের মুঞ্জিতে **তৃতীয় বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৪১	বিপি ৮ জানুয়ারি প্রায় ৮৪ বৎসর বয়সে কেনিয়ায় মারা যান
১৯৪৬	সিনিয়র স্কাউট প্রবর্তিত হয়
১৯৪৭	১ ডিসেম্বর পাকিস্তানে **বয় স্কাউট সমিতি** গঠিত হয়। সদর দফতর করাচি
১৯৪৮	২২ মে **পূর্ব পাকিস্তান স্কাউট সমিতি** গঠিত হয়। সদর দফতর ৬৭/ক, পুরানা পল্টন, ঢাকা
১৯৪৯	নরওয়ের জাক নামক স্থানে **চতুর্থ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৪৯	ফ্রান্সের বয়শন নামক স্থানে **ষষ্ঠ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৫১	অস্ট্রেলিয়ার বেভইচেলে অনুষ্ঠিত **সপ্তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে** বাংলাদেশ হতে দুইজন স্কাউট যোগদান করে
১৯৫৩	সুইজারল্যান্ডের ক্যান্ডার এস্টেটে **পঞ্চম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়

১৯৫৫	ফিলিপাইনের ম্যানিলায় **অনুষ্ঠিত দশম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে** আমাদের দেশের স্কাউটরা যোগদান করেন
১৯৫৭	যুক্তরাজ্যের বার্মিংহাম নামক স্থানে **৬ষ্ঠ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৬১	অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নের ডিবেটাস্থ ক্লিপোর্ট পার্কে **সপ্তম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৬৩	গ্রীসের ম্যারাথনে অনুষ্ঠিত **একাদশ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে** ২০ জন বাঙ্গালী স্কাউট যোগদান করে
১৯৭১	জাপানের টোকিওতে **দ্বাদশ বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭২	০৯ এপ্রিল **বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি** গঠিত হয়
১৯৭৩	৫-৯ জানুয়ারি কুড়িগ্রামে **প্রথম বাংলাদেশ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৩	১৩-১৮ মে সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুরে **প্রথম রোভার নেতা বেসিক কোর্স** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৪	২৬ জানুয়ারি থেকে ২ ফেব্রুয়ারি সিলেটে **দ্বিতীয় বাংলাদেশ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৪	২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ যশোরের পুলেরহাটে **প্রথম বাংলাদেশ স্কাউট সমাবেশ** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৪	১ জুন বিশ্ব স্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ স্কাউটস এসোসিয়েশনকে **১০৫ তম জাতীয় সদস্য সংস্থা** হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে
১৯৭৫	১-৫ জানুয়ারি সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজ, জামালপুরে **প্রথম রোভার মেট কোর্স** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৫	৫-৮ এপ্রিল কুমিল্লার শালবন বিহারে **তৃতীয় বাংলাদেশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৬	১৪-১৭ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে **চতুর্থ বাংলাদেশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৭	৩-৭ ফেব্রুয়ারি রংপুর জিলা স্কুল ময়দানে **দ্বিতীয় জাতীয় স্কাউট সমাবেশ** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৭	১৩-১৭ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে **পঞ্চম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৭	২৭-৩০ ডিসেম্বর ঢাকাস্থ খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে **প্রথম জাতীয় কাব স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৭-৭৮	অস্ট্রেলিয়ায় **প্রথম এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৮	১৪-১৮ জানুয়ারি, গাজীপুর জেলাস্থ মৌচাকে **প্রথম জাতীয় রোভার মুট ও প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৮	২১-২৯ জানুয়ারি মৌচাকে **প্রথম বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৮	২২-২৭ অক্টোবর গাজীপুর জেলাস্থ বাহাদুরপুরে **দ্বিতীয় জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৭৯	২৮ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল যশোর পুলেরহাটে **ষষ্ঠ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮০	১৩-১৮ এপ্রিল খুলনার শাহজাহাননগর কে.ডি.এ. ময়দানে **তৃতীয় জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮০-৮১	৩০ ডিসেম্বর থেকে ৬ জানুয়ারি মৌচাকে **দ্বিতীয় বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮০-৮১	অস্ট্রেলিয়ায় **দ্বিতীয় এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮১	৯-১৩ এপ্রিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে **সপ্তম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮২	তাইওয়ানে **তৃতীয় এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৩	৮-১১ এপ্রিল গাজীপুর জেলাস্থ মৌচাকে **অষ্টম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৩	২-১৪ জুন কানাডায় অনুষ্ঠিত **পঞ্চম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে** বাংলাদেশ থেকে ৩ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন
১৯৮৪	২-৫ ফেব্রুয়ারি কুমিল্লার শালবন বিহারে **নবম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৪-৮৫	অস্ট্রেলিয়ায় **৪র্থ এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৫	২১-২৬ জানুয়ারি গাজীপুর জেলাস্থ বাহাদুরপুরে **চতুর্থ জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৫-৮৬	২৮ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি মৌচাকে **তৃতীয় বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৬	৬-১০ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়,ময়মনসিংহে **দশম আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৬	নিউজিল্যান্ডে **৫ম এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৭	৬-১০ ফেব্রুয়ারি দিনাজপুরে চেহেলগাজী রোভার পল্লীতে **একাদশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৮	মৌচাকে **দ্বিতীয় জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৮-৮৯	২৯ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি গাজীপুরের মৌচাকে **পঞ্চম জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৯-৯০	২৭ ডিসেম্বর থেকে ২ জানুয়ারি মৌচাকে **চতুর্থ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৮৯-৯০	অস্ট্রেলিয়ায় **ষষ্ঠ এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়

১৯৯০	২৮ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম পলোগ্রাউন্ড মাঠে **দ্বাদশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯০-৯১	অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে **অষ্টম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯১	৩-৭ ডিসেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে **ত্রয়োদশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯২	২৭ জুলাই থেকে ৬ আগষ্ট সুইজারল্যান্ডের ক্যান্ডার এস্টেটে **নবম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯২-৯৩	অস্ট্রেলিয়ায় **৭ম এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৩	১-৭ জানুয়ারি চট্টগ্রাম বন্দর স্টেডিয়ামে **ষষ্ঠ জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৪	৫-১২ জানুয়ারি মৌচাকে **পঞ্চম বাংলাদেশ জাতীয়/১৪শ এপি স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৪	বাংলাদেশে **গার্ল-ইন-স্কাউটিং** প্রবর্তিত হয়
১৯৯৪	**প্রথম বাংলাদেশ কমডেকা** বাহাদুরপুর রোভার পল্লী, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৫	২৫-৩০ মার্চ মৌচাকে **চতুর্দশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৫	১৮-২২ ডিসেম্বর বরগুনা জেলার তা-মা-তু এলাকায় **দ্বিতীয় এশিয়া প্যাসিফিক সমাজ উন্নয়ন ক্যাম্প (কমডেকা)** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৬	১৫-২৬ জুলাই সুইডেনে **দশম বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৫-৯৬	অস্ট্রেলিয়ায় **৮ম এশিয়া প্যাসিফিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৭	২৪-৩০ অক্টোবর সিলেটের লাক্কাতুরা গলফ্ ক্লাব অ্যারিনায় **নবম এশিয়া প্যাসিফিক/৭ম বাংলাদেশ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
১৯৯৯	৫-১১ ফেব্রুয়ারি মৌচাকে **ষষ্ঠ বাংলাদেশ জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০০০	৪-১০ ফেব্রুয়ারি বাহাদুরপুরে **পঞ্চদশ আঞ্চলিক রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০০	১১ থেকে ২৪ জুলাই মেক্সিকোতে **একাদশ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০১	২৪-২৯ জানুযারি মৌচাকে **তৃতীয় জাতীয় স্কাউট এ্যাগোনারী ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয়
২০০১-০২	২৮ ডিসেম্বর-৪ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জের যমুনা নদীর তীরবর্তী হুন্দাই বাঁধ এলাকায় **তৃতীয় জাতীয় কমডেকা ও অষ্টম জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	৫-১২ জানুয়ারি মৌচাকে **সপ্তম বাংলাদেশ ও চতুর্থ সার্ক জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	১২-১৯ ফেব্রুয়ারি বাহাদুরপুরে **ষোড়শ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	জুলাই-আগস্ট তাইওয়ানে **দ্বাদশ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	৬-১০ অক্টোবর মৌচাকে **প্রথম জাতীয় সৃজনী ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৪	২৫-৩০ ডিসেম্বর মৌচাকে **ষষ্ঠ জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৫	১৪ থেকে ১৮ এপ্রিল যশোর পুলেরহাটে **চতুর্দশ জাতীয় অ্যাগোনারী** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৫	২১-২৫ মে মৌচাকে **দ্বিতীয় জাতীয় সৃজনী ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৭	৩-৭ মার্চ কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে **চতুর্থ জাতীয় কমডেকা** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৭	০৭-১৪ ডিসেম্বর কক্সবাজারে এপি রিজিয়নের **ইন্টারন্যাশনাল সেন্টেনারী কমডেকা** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৭	২৮ জুন থেকে ২ জুলাই স্কাউটের **শতবর্ষ পুর্তি উপলক্ষে জাতীয় সমাবেশ** মৌচাকে অনুষ্ঠিত হয়
২০০৭	২৮ জুলাই-২ আগস্ট স্কাউটসের শতবর্ষ **প্রথম জাম্বুরী অন দ্যা ট্রেন** (চট্টগ্রাম-দিনাজপুর) অনুষ্ঠিত হয়
২০০৮	১২-১৮ অক্টোবর মৌচাকে **ষষ্ঠ সাফ ফ্রেন্ডশীপ ক্যাম্প** অনুষ্ঠিত হয়
২০০৯	৬-১৪ ফেব্রুয়ারি বাহাদুরপুরে **নবম জাতীয় রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০১০	**১৪-২২** জানুয়ারি মৌচাকে **অষ্টম জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০১০	২৭ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট কেনিয়ায় **ত্রয়োদশ বিশ্ব রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০১১	৮-১৪ ফেব্রুয়ারি মৌচাকে **সপ্তম জাতীয় কাব ক্যাম্পুরী** অনুষ্ঠিত হয়
২০১১	২৬-৩১ ডিসেম্বর বাহাদুরপুরে **সপ্তদশ রোভার মুট** অনুষ্ঠিত হয়
২০১২	২৪-২৯ নভেম্বর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে বাংলাদেশে **প্রথম এপি রিজিয়নের কনফারেন্স** অনুষ্ঠিত হয়
২০১৩	২৯ জানুয়ারি থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত পঞ্চগড় জেলাধীন দেবীগঞ্জ উপজেলার 'ময়নামতির চরে' **"দশম জাতীয় রোভার মুট ও পঞ্চম জাতীয় কমডেকা"** অনুষ্ঠিত হয়

স্কাউট আন্দোলনের মৌলিক বিষয়সমূহ
(Fundamentals of Scouting)

স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা কর্তৃক নির্ধারিত উদ্দেশ্য, মূলনীতি ও পদ্ধতিতে পরিচালিত শিশু, কিশোর ও যুবকদের জন্য স্কাউটিং একটি স্বেচ্ছাসেবী, অরাজনৈতিক ও শিক্ষামূলক আন্দোলন। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে স্কাউটিং সকলের জন্য উন্মুক্ত।

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য ঃ

স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য হলো ছেলেমেয়েদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামাজিক, আধ্যাত্মিক ও মানসিক দিকগুলো পরিপূর্ণ অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিকাশে অবদান রাখা, যাতে করে তারা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যক্তি, দায়িত্বশীল নাগরিক এবং স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবনযাপন করতে পারে।

মূলনীতি ঃ

স্কাউট আন্দোলন নিম্নেবর্ণিত ৩টি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত (প্রতিজ্ঞা ও আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে)-

১) স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন (আধ্যাত্মিক দিক)

২) নিজের প্রতি কর্তব্য পালন (ব্যক্তিগত দিক)

৩) অপরের প্রতি কর্তব্য পালন (সামাজিক দিক)

স্কাউট পদ্ধতি ঃ

স্কাউট পদ্ধতি একটি ধারাবাহিক স্ব-শিক্ষামূলক প্রক্রিয়া, যার উপাদানগুলো হচ্ছে ঃ

১) প্রতিজ্ঞা ও আইনের চর্চা এবং তার প্রতিফলন
২) হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ
৩) ছোট ছোট দলের সদস্য হিসেবে কাজ করা (যেমন-উপদল পদ্ধতি)
৪) ক্রমোন্নতিশীল ও উদ্দীপনামূলক বিভিন্ন কার্যক্রম (ব্যাজ পদ্ধতি)
৫) বয়স্ক নেতার সহায়তা
৬) প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ
৭) প্রতিকী কাঠামো

সকল ধরণের স্কাউট কার্যক্রম ও প্রোগ্রাম স্কাউট পদ্ধতিতেই বাস্তবায়ন করতে হয়, যাতে করে স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্জিত হতে পারে। স্কাউটদের জন্য যে সকল কাজ স্কাউট পদ্ধতিতে করা হয় না, তা স্কাউট প্রোগ্রাম বা কার্যক্রম বলে বিবেচনা করা যায় না।

মিশন ঃ

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনকে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ উন্মেষের মাধ্যমে যুব সম্প্রদায়ের বিষয়ে অবদান রাখাই হচ্ছে **"মিশন অব স্কাউটিং"**। যার মাধ্যমে এক সুন্দর পৃথিবী গড়ে তোলা যাবে এবং যুব সমাজ নিজেদেরকে স্বয়ংসম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ব্যক্তি হিসেবে তৈরি করে সমাজ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

স্কাউটিং শিশু, কিশোর, যুব বয়সীদের লেখাপড়ার অবসরে বয়স উপযোগী আনন্দদায়ক কার্যাবলীর মাধ্যমে উপস্থাপিত শিক্ষা সম্পূরক কার্যক্রম। এই বয়সীদের প্রধান এবং প্রথম কাজ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল লক্ষ্য এবং স্কাউট আন্দোলনের লক্ষ্য এক হলেও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় তারা এই লক্ষ্য অর্জনের বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মস্থ করার সুযোগ লাভ করে।

স্কাউট আন্দোলন তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সারা বিশ্বে আজও সমাদৃত। এর বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে ঃ

১) স্কাউটরা স্কাউট প্রতিজ্ঞা নিয়ে আন্দোলনে যোগ দেয় এবং তাদের জীবনে প্রতিজ্ঞা মেনে চলার চেষ্টা করে।

২) স্কাউটরা সাফল্য বা বিফলতার কথা না ভেবে যথাসাধ্য চেষ্ট করে।
৩) স্কাউটরা সকল কাজ হাতে-কলমে করার মাধ্যমে শেখে।
৪) স্কাউটরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে কাজ করে ও শেখে। একে উপদল পদ্ধতি বলে।
৫) স্কাউটদের কাজের স্বীকৃতি ব্যাজের মাধ্যমে দেয়া হয়। একে ব্যাজ পদ্ধতি বলে। নিজ নিজ সামর্থ অনুসারে বিষয় নির্বাচন করে সেবিষয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতা অর্জনে সফল হলে ব্যাজ প্রদান করা হয়।
৬) স্কাউটরা নির্ধারিত পোশাক, স্কাউট ব্যাজ ও স্কার্ফ পরিধান করে।
৭) স্কাউটরা নির্ধারিত তিন আঙ্গুলে বিশেষ কায়দায় সালাম দেয় ও গ্রহণ করে।
৮) স্কাউটরা ডান হাতে পরস্পরের সাথে করমর্দন করে।
৯) স্কাউটরা নিজস্ব কায়দায় তাদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকে। যেমন-ক্যাম্পুরী, জামুরী, র‍্যালি, মুট, ক্যাম্প ফায়ার, স্কাউটস ওন, ক্রু মিটিং ইত্যাদি।

বয়স ভিত্তিক স্তর বিন্যাস ঃ

স্কাউট আন্দোলন সকল ধরনের ছেলেমেয়েদের জন্য উন্মুক্ত। সুষ্ঠু পরিচালনার সুবিধার্থে বাংলাদেশে স্কাউটিং নিম্নোক্ত তিনটি শাখায় বিভক্ত ঃ

১) **কাব স্কাউট ঃ** যে সকল বালক / বালিকার বয়স ৬ বছরের বেশী, কিন্তু ১১ বছরের কম/প্রাথমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্র-ছাত্রী।
২) **স্কাউট ঃ** যে সকল কিশোর/কিশোরীর বয়স ১১ বছর বা তার চেয়ে বেশী, কিন্তু ১৭ বছরের কম/মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরের ছাত্র-ছাত্রী।
৩) **রোভারস্কাউট ঃ** যে সকল তরুণ/তরুণী কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে অথবা যাদের বয়স ১৭ বা তার চেয়ে বেশী, কিন্তু ২৫ বছরের কম। রেলওয়ে, বিমান ও অনুরূপ প্রতিষ্ঠানে চাকুরীজীবীদের জন্য বয়স ৩০ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।

স্কাউট আন্দোলনে বয়স্কদের ভূমিকা ঃ

স্কাউট আন্দোলন মূলতঃ যুব বয়সী ছেলেমেয়েদের আন্দোলন। এ আন্দোলনে বয়স্ক সদস্যদের অন্তর্ভুক্তির কারণ হলো-যুব সদস্যদের সঠিক দিক-নির্দেশনা, সমর্থন এবং ব্যবস্থাপনা করা যাতে করে স্কাউট নীতি ও পদ্ধতির মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনের উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। সুতরাং সঠিকভাবে প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে স্কাউটদের সহায়তা প্রদান করাই বয়স্ক লিডারদের মৌলিক কর্তব্য।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন

স্কাউট/রোভার স্কাউট প্রতিজ্ঞা ঃ

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে,
আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
স্কাউট আইন মেনে চলতে
আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করবো।
(আল্লাহ শব্দের পরিবর্তে নিজ নিজ ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে সৃষ্টিকর্তার নাম উচ্চারণ করা যাবে)

স্কাউট প্রতিজ্ঞা নিছক কতিপয় সুন্দর শব্দ সমষ্টিতে লিপিবদ্ধ বাক্য নয় অথবা তা কেবলমাত্র মুখস্ত করে আবৃত্তি করার বিষয়ও নয়। প্রতিজ্ঞা হলো একে হৃদয়ে ধারণ করে তা গ্রহণ ও অনুসরণে সাধ্যমত চেষ্টা করার পবিত্র অঙ্গীকার। যেহেতু কাব/স্কাউট/রোভাররা নিজে নিজেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, সেহেতু প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা তার নিজেরই দায়িত্ব। স্কাউট প্রতিজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আত্মমর্যাদা, আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন, দেশের প্রতি কর্তব্য পালন, অপরকে সাহায্য করা এই বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। কাবস্কাউটরা যেহেতু খুবই ছোট তাদের পক্ষে আত্মমর্যাদার অর্থ বুঝা সম্ভব নয়, কাজেই তাদের প্রতিজ্ঞায় আত্মমর্যাদার উল্লেখ নেই।

স্কাউট আইন ৭টি ঃ

১) স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
২) স্কাউট সকলের বন্ধু
৩) স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
৪) স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
৫) স্কাউট সদা প্রফুল্ল
৬) স্কাউট মিতব্যয়ী
৭) স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল।

(মনে রাখার সুবিধার্থে ঃ বিশ্বাসী বন্ধু বিনয়ী সদয় প্রফুল্ল মিতব্যয়ী নির্মল রয়)

আত্মমর্যাদা ঃ সাধারণভাবে একজন মানুষের নিজের সম্মানই তার আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদাহীন কোন ব্যক্তিকে সুস্থ, বিবেকবান মানুষ বলা যায় না। আত্মমর্যাদাহীন ব্যক্তিকে কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। অপরদিকে একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি নিজের প্রতি অত্যন্ত আস্থাশীল, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, সৎ, সত্যবাদী ও বিশ্বাসী হয়। সকলে তাকে বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করতে পারে। তাই স্কাউট প্রতিজ্ঞায় আত্মমর্যাদার প্রতি অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

আল্লাহর প্রতি কর্তব্য পালন ঃ স্কাউটিং কেবলমাত্র আস্তিকের জন্য। যারা আল্লাহ বা সৃষ্টিকর্তাকে বিশ্বাস করে তারাই শুধু স্কাউটিং করতে পারে। আল্লাহ মানুষকে শুধু সৃষ্টির সেরা জীব হিসাবেই সৃষ্টি করেন নাই, মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন গাছ-পালা, ফল-মূল, পশু-পাখী, পাহাড়-পর্বত, পানি বায়ু সবই। জমিতে ফসল, মাটির নিচে পানি আর খনিজ সম্পদ দিয়েছেন, এর সবই মানুষের ভোগের জন্য। মানুষ কেবলমাত্র তার বুদ্ধিবলে সে সব আহরণ করছে আর ভোগ করছে। নানান উদ্ভিদ, লতা, গুল্ম, বৃক্ষরাজীর মধ্যে আবার প্রদান করেছেন নানান বর্ণ, মনোহর ফুল, সুস্বাদু ফল আর ভেষজ গুণাগুণ। মানুষের প্রতি স্রষ্টার এই উদারতার জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাদের একান্ত কর্তব্য। স্কাউট প্রতিজ্ঞায় নিজ ধর্ম বিশ্বাস মতে স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালনের কথা রয়েছে।

দেশের প্রতি কর্তব্য পালন ঃ পৃথিবীর সকল ধর্মেই নিজের দেশকে ভালবাসা, নিজের জাতির জন্য মঙ্গলকর কাজ করার তাগিদ রয়েছে। ইসলাম ধর্মে মাতৃভূমিকে ভালবাসা ঈমানের অংশ হিসেবে বলা হয়েছে। দেশ বা রাষ্ট্র তার নাগরিকের সুখ-শান্তিতে বসবাস, শিক্ষা, কর্মসংস্থান, উপার্জন, নিরাপত্তাসহ নাগরিক সকল বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর সেজন্যই দেশের নাগরিক হিসাবে দেশের জন্য কাজ করা, দেশের মঙ্গল হয় এমন চিন্তা করা, দেশের আইন শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলা সকলের একান্ত কর্তব্য। দেশপ্রেম এবং উন্নত নাগরিক চেতনাকে সভ্যতার মানদন্ড হিসাবেও চিহ্নিত করা হয়। সেজন্য দেশের প্রতি কর্তব্য পালনের উপর স্কাউট প্রতিজ্ঞায় বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অপরকে সাহায্য করা ঃ অপরের সাহায্যের জন্য এগিয়ে যাওয়া বা অপরের জন্য সামান্য হলেও কিছু করতে পারার যে তৃপ্তি তা অন্য কোন কাজে পাওয়া যায়না। সর্বকালে ও সর্বযুগের মহান ব্যক্তিগণ অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে মানব জীবনের পরম প্রশান্তি লাভের কথা ব্যক্ত করেছেন। তাই স্কাউট প্রতিজ্ঞায় সর্বদা অপরকে সাহায্যের তাগিদ রয়েছে।

স্কাউট আইন ঃ

১) আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী-এর মূল অর্থ নিজের সম্মান অক্ষুন্ন রাখার দৃঢ় প্রত্যয়। সৎ, সত্যবাদী, বিশ্বাসী ও নির্ভরযোগ্য এই বিশেষ গুণই আত্মমর্যাদা। আত্মমর্যাদা একজন মানুষের কাছে অত্যন্ত পবিত্র। মূলতঃ এই আত্মমর্যাদা বোধই একজন মানুষের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে। একজন স্কাউটের আত্মমর্যাদা এমন হবে যাতে সকলে তার উপর আস্থা রাখতে পারে, কোন প্রলোভন তা যত বড়ই হোক না কেন তাকে অসৎ বা অপরাধ প্রবণ হতে প্ররোচিত করতে না পারে।

২) সকলের বন্ধু-স্কাউট হিসেবে সে অপরকে অত্যন্ত আপন করে ভাবে, সকলের সাথে বন্ধু বা ভাই এর আচরণ করে। একজন স্কাউটের কাছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-গরীব এর কোন ব্যবধান নেই। সংরক্ষণবাদী মনোভাব পরিহার করে অন্যের ভাল দিকটাকে স্কাউটরা গ্রহণ করে থাকে। তার এরূপ আচরণের কোন ভৌগলিক সীমারেখা নেই। একজন স্কাউটের কাছে "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই" এই কথাটিই অনুসরণীয়।

৩) **বিনয়ী ও অনুগত**-প্রাচীনকালে বীরপুরুষেরা নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের প্রতি সদয় ও বিবেচক আচরণ করতেন। স্কাউটরাও অবশ্যই অনুরূপ বিবেচকের আচরণ করবে। একজন স্কাউট তার বয়োজ্যেষ্ঠ, পিতা মাতা, শিক্ষক, ইউনিট লিডার, উপদল নেতার অনুগত হবে ও সকলের সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলবে। তার আচার-আচরণে বিনয় প্রকাশ পাবে।

৪) **জীবের প্রতি সদয়-মানুষ** সৃষ্টির সেরা জীব তাই স্রষ্টার সৃষ্টি অন্য সকল জীবের প্রতি সহমর্মী হওয়া তার কর্তব্য। একজন স্কাউটের আচরণ এমন হবে না যার দ্বারা স্রষ্টার সৃষ্টি হুমকীর সম্মুখীন হয়। কোন প্রাণীর প্রতি দুর্ব্যবহার মূলতঃ স্রষ্টার সাথে দুর্ব্যবহারের সামিল। এক্ষেত্রে একজন স্কাউট হবে বিশাল ও মহৎ চিত্তের মানুষ।

৫) **সদা প্রফুল্ল**-একজন স্কাউট নির্ভীক এবং দৃঢ় মনোবলের অধিকারী। কোন বিপদের মুহূর্তে সে বিচলিত হবে না বরং ধীর স্থিরভাবে হাসিমুখে সে লক্ষ্য করবে বিপদের নতুন মাত্রা এবং তার কি কি করণীয় তা নির্ধারণ করে সে মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬) **মিতব্যয়ী**-একজন স্কাউট হবে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। সে সকল সময় ভবিষ্যতের কথা ভেবে কাজ করবে। বর্তমানে তার যে সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধা আছে ভবিষ্যতে তা নাও থাকতে পারে। তাই ক্ষণিকের আনন্দ বা সুযোগের মধ্য থেকেই ভবিষ্যতে যখন তার এরূপ থাকবে না তখন কিভাবে দিন চলবে সে বিষয়ে ভাবতে হবে। এক্ষেত্রে বাহুল্য ব্যয় সংকোচনের মাধ্যমে ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিছুটা সঞ্চয়ের ও অর্জনের কথা ভাবা প্রয়োজন। এতে করে অনাকাঙ্খিত দুর্যোগের মুহূর্তে সে এই সঞ্চয় কাজে লাগাতে পারে। আর্থিক মিতব্যয় ছাড়াও কথা এবং সময়ের দিক থেকেও একজন স্কাউট হবে মিতব্যয়ী। স্কাউটরা কখনই অযথা বাক্য ব্যয় বা সময় নষ্ট করে না।

৭) **চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল**-কেবল সুস্থ সুঠাম দেহের অধিকারী হলে চলবে না, একজন স্কাউট হবে সুন্দর মনের অধিকারী। কখনও অপরের অনিষ্ট করার চিন্তা তো সে করবেইনা বরং কিভাবে তার উপকার করা যায় এই হবে তার ভাবনা। কোন কাজে বা কথায় কেউ মনে কষ্ট পাবে এমন কাজ বা কথা থেকে বিরত থাকবে। তার চিন্তা ও কাজ হবে স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। এই হবে একজন স্কাউটের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

মটো (Motto)

কাব স্কাউট মটো	ঃ	"যথাসাধ্য চেষ্টা করা" (Do your Best)
স্কাউট মটো	ঃ	"সদা প্রস্তুত" (Be prepared)
রোভার স্কাউট মটো	ঃ	"সেবা" (Service)

এই তিনটি মটোকে একত্র করলে দাঁড়ায় "সেবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে যথাসাধ্য চেষ্টা করা" (Do your best to be prepared for service)

ধর্মের সাথে স্কাউটিং এর সম্পর্ক ঃ

ধর্মের প্রতি আনুগত্য স্কাউটিংয়ের মূলনীতির প্রথম এবং প্রধান অংশ। তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ স্কাউটিংয়ে সম্পৃক্ত হতে পারে। স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন স্কাউট আন্দোলনের মূলভিত্তি। প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশই হ'ল "আল্লাহ/স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন করা"। কাবস্কাউট, স্কাউট ও রোভারস্কাউট প্রোগ্রামে বনকলা, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, আইন প্রতিজ্ঞা অনুসরণের বাস্তব অনুশীলন ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে স্রষ্টার প্রতি অধিক অনুগত করে তোলা হয়।

স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইন ব্যাখ্যার কৌশল ঃ

১। আইন, প্রতিজ্ঞা পাঠ করে শোনান।
২। প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতিটি অংশের ব্যাখ্যা প্রদান।
৩। বনকলা ও প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি।
৪। স্কাউটস ওন এ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি।
৫। ব্যক্তি জীবনে প্রতিজ্ঞা ও আইন সর্বাধিক অনুসরণকারীর উদাহরণ ও তার গল্প উপস্থাপনের মাধ্যমে।

উপদল পদ্ধতি (Patrol System)

উপদল পদ্ধতি প্রোগ্রাম পরিচালনায় অন্যতম একটি প্রশিক্ষণ পদ্ধতি। যার মাধ্যমে নেতৃত্বের বিকাশ সাধন, দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব সচেতনতা বৃদ্ধি, সম্পর্ক উন্নয়ন, একাত্মবোধ ও শৃংখলাবোধের উন্মেষসহ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবের উন্নয়নসাধন তরান্বিত করা সম্ভব। নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম একজন রোভারস্কাউটের তত্বাবধান বিভক্ত ক্ষুদ্র দলকে উপদল বলা হয়ে থাকে। সঠিকভাবে ইউনিট পরিচালনার ক্ষেত্রে উপদল পদ্ধতির বিকল্প নেই। একটি ইউনিটে উপদল পদ্ধতির সঠিক বাস্তবায়ন নির্ভর করে উপদল পদ্ধতি সম্পর্কে ইউনিট লিডারের স্বচ্ছ ধারণা ও বাস্তবায়ন নৈপুন্যের উপর।

উপদলঃ একটি ইউনিটে সর্বনিম্ন ২ টি উপদল এবং সর্বাধিক ৪টি উপদল থাকতে পারে। আর ৪ থেকে ৬ জন রোভার স্কাউট নিয়ে একটি উপদল গঠিত হয়। প্রত্যেক উপদলে একজন রোভার মেট ও একজন সহকারী রোভার মেট থাকবে। উপদলের ১ নং সদস্য রোভার মেট এবং ২ নং সদস্য সহকারী রোভার মেট হিসেবে যথাক্রমে উপদলের প্রথমে এবং শেষে দাঁড়াবে বা বসবে। রোভার প্রোগ্রামের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজন অনুসারে সাময়িক উপদলও (এডহক প্যাট্রোল) গঠন করা যেতে পারে। দলে ভর্তি হওয়ার পর থেকে একজন তরুণ/তরুণী একটি উপদলে "সহচর" নামে পরিচিত কমপক্ষে ৬ মাসের মধ্যে রোভার সদস্য হিসেবে দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তুতি নিবে। দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে সে রোভার হিসেবে পরিচিত হবে। দীক্ষার পূর্বে "আত্মশুদ্ধি" বা "ভিজিল" পালন করবে।

রোভার মেটঃ উপদল কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপদলের সদস্যদের মধ্য থেকে উপদল সদস্যদের দ্বারা মনোনীত একজন রোভার স্কাউটের উপর উপদলের নেতৃত্বের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই নেতৃত্বদানকারী রোভারকে রোভার মেট বলে। রোভার ইউনিট কাউন্সিল ও রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদনক্রমে রোভার মেট নির্বাচিত হবে।

সিনিয়র রোভার মেট ঃ উপদলসমূহের নেতৃত্বদানকারী রোভার মেটদের মধ্য থেকে রোভার মেটদের দ্বারা নির্বাচিত একজনের উপর রোভার গ্রুপের সকল বিষয়ে সমন্বয়সাধন ও নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হয়। এরূপ নেতৃত্বদানকারীকে "সিনিয়র রোভার মেট" বলে। রোভার স্কাউট লিডার ইউনিট কাউন্সিলের সাথে আলোচনাক্রমে সিনিয়র রোভার মেট নির্বাচন করবেন। সিনিয়র রোভার মেট নিজ উপদল থেকে বিচ্ছিন্ন না হয়ে নিজ উপদলের কাজের উপর সিনিয়র রোভার মেটের এই অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করবে।

সহকারী রোভার মেট ঃ রোভার মেটদের ন্যায় সহকারী রোভার মেটও উপদলের সদস্যদের মধ্য থেকে উপদল সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে। সহকারী রোভার মেট, রোভার মেটের অনুপস্থিতিতে উপদলের নেতৃত্ব প্রদান করবে এবং রোভার মেট বা উপদল কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে। ইউনিট কাউন্সিল ও রোভার স্কাউট লিডারের অনুমোদনক্রমে রোভার মেট তার উপদল থেকে সহকারী রোভার মেট নির্বাচন করবে।

উপদল পরিষদ ঃ উপদলের প্রত্যেক সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে সহকারী রোভার মেটকে সম্পাদক, রোভার মেটকে সভাপতি করে উপদল পরিষদ (প্যাট্রোল কাউন্সিল) গঠিত হয়। রোভার প্রোগ্রামের যাবতীয় কার্যক্রম ও অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক কার্যক্রম উপদল পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরিচালিত হবে।

উপদল সদস্যের দায়িত্ব ঃ উপদল সদস্যের দায়িত্ব সচেতন করে তোলার জন্য এবং তাদেরকে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য উপদলের সকল সদস্যকে বিভিন্ন দায়িত্ব ভাগ করে দিতে হবে। উপদল পরিষদ উপদলের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে নিম্নরূপ কাজের দায়িত্ব প্রদানের সিদ্ধান্ত নিতে পারে-

উপদল পরিষদ (নমুনা)

সদস্য নম্বর	১	রোভার মেট	উপদল পরিষদ সভাপতি
সদস্য নম্বর	২	সহকারী রোভার মেট	উপদল পরিষদ সম্পাদক
সদস্য নম্বর	৩	উপদল প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রাহক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী	উপদল কোষাধ্যক্ষ
সদস্য নম্বর	৪	উপদল লাইব্রেরীয়ান	উপদল পরিষদ সদস্য
সদস্য নম্বর	৫	উপদল কর্ণার সজ্জাকারী	উপদল পরিষদ সদস্য
সদস্য নম্বর	৬	উপদল কোয়ার্টার মাস্টার	উপদল পরিষদ সদস্য

রোভার ইউনিট কাউন্সিল ঃ

রোভারস্কাউট লিডার, সহকারী রোভারস্কাউট লিডার, রোভার মেট, সহকারী রোভার মেট এবং রোভারদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে রোভার ইউনিট কাউন্সিল গঠিত হয। দু'টি উপদল বিশিষ্ট রোভার ইউনিটের ক্ষেত্রে পুরোদলই এরূপ পরিষদের কার্যাবলী পরিচালনা করবে। সিনিয়র রোভার মেট ইউনিট কাউন্সিলের সভাপতি এবং সহকারী সিনিয়র রোভার মেট সম্পাদক হবে। রোভারস্কাউট লিডার এবং সহকারী রোভারস্কাউট লিডারগণ এই কাউন্সিলের উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন।

রোভার ইউনিট কাউন্সিলের কার্যাবলী ঃ

রোভার ইউনিটকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য রোভার ইউনিট কাউন্সিলের কার্যাবলীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় - ১) প্রশাসনিক এবং ২) প্রোগ্রাম সম্পর্কীয়।

ইউনিটের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা রক্ষা, তহবিল ও ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়াদি, ভিজিল, ব্যাজ প্রদান ও দীক্ষাদান কর্মসূচী, আন্তঃ উপদল পরিদর্শন, চাঁদা আদায় ইত্যাদি প্রশাসনিক কর্মকান্ডের অন্তর্ভুক্ত। উপদল প্রতিযোগিতা, তাঁবুকলা, ব্যাজের পরীক্ষা, পারদর্শিতা ব্যাজ প্রশিক্ষণ, তাঁবুবাস, হাইকিং ইত্যাদি প্রোগ্রাম কার্যাবলীর আওতাভুক্ত।

আন্তঃ উপদল প্রতিযোগিতা উপদল উদ্দীপনা বৃদ্ধি করে। সারা বছরব্যাপী প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা রেখে ৩ মাস অথবা ৬ মাস ব্যাপী প্রতিযোগিতার পরিকল্পনা করা যেতে পারে। প্রতিযোগিতার বিষয়সমূহ নির্ধারণ এবং পয়েন্ট বন্টন সকল উপদলের সমান সুযোগ সুবিধাকে মাপকাঠি করে নেয়া উচিত। প্রতিযোগিতার বিষয় ও সময় নির্ধারণ করবে রোভার ইউনিট কাউন্সিল। প্রতিযোগিতার বিষয়াদির মধ্যে কয়েকটি যেমন-১) পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে উপস্থিতি, ২) উপদলের কাজ, ৩) পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট, ৪) প্রাথমিক প্রতিবিধান, ৫) অনুমান, ৬) পর্যবেক্ষণ, ৭) রোভার প্রোগ্রাম বই থেকে পরীক্ষা, ৮) তাঁবুকলা, ৯) গুডটার্ণ, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন কাজের রেকর্ড, ১০) ডিসপ্লে, ১১) প্যাট্রোল কর্ণার সাজানো, ১২) গ্যাজেট তৈরি, ১৩) তাঁবু জলসা এবং ১৪) ব্যাজ প্রাপ্তি ইত্যাদি। প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কারস্বরূপ অনুমোদিত ব্যাজ/বই ইত্যাদি প্রদান করা যেতে পারে।

রোভার মেট ব্যাজ ঃ রোভার মেটদের পরিচিতির জন্য পদমর্যাদা অনুসারে স্কাউট পোশাকে নির্ধারিত চিহ্ন পরতে হয়। রোভার মেটের বাম পকেটের দুই পার্শ্বে ১/২" চওড়া লাল কাপড়ের স্ট্রাইপ বা পট্টি থাকবে। সহকারী রোভার মেটের বাম পকেটের ডান পার্শ্বে কেবল একটি স্ট্রাইপ থাকবে এবং সিনিয়র রোভার রোভার মেটের বাম পকেটের উভয় পার্শ্বে ও মাঝখানে মোট তিনটি স্ট্রাইপ থাকবে।

রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম

পর্যায়/স্তর / বিষয়	নবাগত/রোভার সহচর	সদস্য স্তর	প্রশিক্ষণ স্তর	সেবা স্তর
বিশেষ জ্ঞান	০১. রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম সম্পর্কে ধারণা অর্জন।* ০২. আমার স্কাউট রেকর্ড বই ও লগবই সম্পর্কে ধারনা অর্জন।* ০৩. স্কাউটিং সম্পর্কিত বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠ।* ০৪. **নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চাঃ** ক) প্রতিজ্ঞা, আইন ও মটো।* খ) সালাম, চিহ্ন ও করমর্দন। গ) স্কাউট পোশাক ও ব্যাজ।* ঘ) জাতীয় সঙ্গীত ও প্রার্থনা সঙ্গীত। ঙ) জাতীয় পতাকা ও স্কাউট পতাকা। ০৫. স্কাউট আন্দোলনের ইতিহাস। ০৬. রোভারস্কাউট গ্রুপ/ইউনিটে শৃংখলাবোধ সম্পর্কে ধারনা ও চর্চা।*	০১. স্কাউটিং সম্পর্কিত বই ও পত্র-পত্রিকা পাঠ। ০২. বাংলাদেশ স্কাউটস এর রূপরেখা, সাংগঠনিক কাঠামো এবং গঠন ও নিয়ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৩. এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৪. বাংলাদেশের কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা। ০৫. বাংলাদেশের ঐতিহাসিক স্থান ও স্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৬. ভাষা শিক্ষা ও যোগাযোগ পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।	০১. বিশ্ব স্কাউট সংস্থার প্রশাসনিক বিন্যাস, সাংগঠনিক কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০২. বাংলাদেশের প্রচলিত আইন জানা। ০৩. বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৪. জাতিসংঘ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৫. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞানার্জনঃ ক) বাংলাদেশের মৌলিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা নির্ধারণ করা। খ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নে ৫ টি সুপারিশ প্রণয়ন। গ) জাতীয় বাজেট কি তা জানা।	০১. সরকারের বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০২. বাংলাদেশে জাতিসংঘ এবং এর শাখার কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জানা। ০৪. বাংলাদেশে কাজ করে এমন অন্ততঃ ১ টি আন্তর্জাতিক যুব সংস্থার কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৫. সার্কসহ অন্য যে কোন একটি আঞ্চলিক জোটের গঠন ও কার্যাবলী সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ০৬. এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন ছাড়া বিশ্ব স্কাউট সংস্থাভুক্ত ২ টি অঞ্চলের স্কাউটিং আছে এমন ২টি দেশের ইতিহাস, কৃষ্টি, ভাষা, যোগাযোগ, খাদ্য ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।
ব্যবহারিক কাজ	০৭. **রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ** ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ শুরু করা।* খ) লগবই লিপিবদ্ধকরণ শুরু করা।* ০৮.**ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ** ক) দড়ির কাজ। খ) অনুমান ও পর্যবেক্ষণ। গ) সংকেত অনুসরন। ঘ) পতাকা বহন পদ্ধতি জানা। ০৯. আগুন জ্বালানো ও রান্না। ১০. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে ৩ টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।	০৭. **রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ** ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা। খ) লগবই লিপিবদ্ধ করা। ০৮.**ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ** ক) পাইওনিয়ারিং ও দড়ির কাজ। খ) কম্পাস ও মানচিত্র পাঠ। গ) গোপন বার্তা উদ্ধার। ঘ) বিশ্ব বন্ধুত্বের কার্যক্রম শুরু করা। ০৯. কম্পিউটার সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন। ১০. **নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন (কমপক্ষে ১ টি) ঃ** হাঁস পালন, মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, অ্যাকুরিয়ামে মাছ চাষ, কৃষি কর্ম, মৌমাছি চাষ, মাশরুম চাষ, সয়েল টেস্ট, ক্ষেতের পাওয়ার পাম্প মেরামত, উন্নত চুলা তৈরি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, বক্তৃতা, সম্পাদকের কাজ, দোভাষী, মোটরযান, অ্যামেচার রেডিও, অ্যারো পাইওনিয়ার, নৌ বাহিনী সংগঠন, রেলওয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোল। ১১. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন ৪ টি।	০৬. **রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ** ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা। খ) লগবই লিপিবদ্ধ করা। ০৭.**ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ** ক) কমপক্ষে ২ টি পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি করা। খ) সাঁতার জানা। গ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম। ০৮. MS Office (Word, Power Point), E-mail সম্পর্কে জানা। ০৯. **নিম্নলিখিত বিষয়ে দক্ষতা অর্জন (কমপক্ষে ১ টি) ঃ** বৈদ্যুতিক কাজ, কম্পিউটার, আগুন নেভানো, উদ্ধার কর্মী, জনস্বাস্থ্য কর্মী, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মা ও শিশুর যত্ন, নার্সিং, সাংবাদিকতা, ক্রাইম প্রিভেনশন, বিমান শিক্ষানবীশ, শীপ নলেজ, রেলওয়ে পরিচালক। ১০. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন ৪ টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।	০৭. **রেকর্ড সংরক্ষণ ঃ** ক) আমার স্কাউট রেকর্ড বই সংরক্ষণ করা। খ) লগবই লিপিবদ্ধ করা। ০৮.**ব্যবহারিক দক্ষতা ঃ** ক) কমপক্ষে ২ টি পাইওনিয়ারিং প্রজেক্ট তৈরি করা (পূর্বের ২ টি ব্যতিত)। খ) বিশ্ব বন্ধুত্ব কার্যক্রম। গ) ১ টি এলাকা জরিপ করে রিপোর্ট প্রণয়ন করা। ০৯. **"পরিভ্রমণকারী ব্যাজ" অর্জন।** ১০. MS Office (Excel), Networking সম্পর্কে জানা। ১১. **যে কোন একটি বিষয়ে পরিমিত জ্ঞানার্জন ঃ** ব্লাড ব্যাংক, চক্ষু ব্যাংক, চক্ষু শিবির, কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ, বৈমানিক, সিগ্যাল, রেলওয়ে পাইলট। ১২. রোভার স্কাউটদের জন্য নির্বাচিত গান থেকে নতুন ৩ টি গান জানা ও সুন্দরভাবে গাইতে পারা।

পর্যায়/স্তর / বিষয়	নবাগত/রোভার সহচর	সদস্য স্তর	প্রশিক্ষণ স্তর	সেবা স্তর
ধর্মীয় কার্যাবলী	১১. নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা।*	১২. **ধর্মীয় কার্যাবলী :** ক) নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা। খ) "স্কাউট ওন" সম্পর্কে জানা এবং এতে অংশগ্রহণ।	১১. **ধর্মীয় কার্যাবলী :** ক) নিজ নিজ ধর্মে অবশ্য পালনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও চর্চা। খ) ন্যূনতম ১ টি ধর্মীয় অনুষ্ঠান আয়োজন ও পরিচালনা কাজে অংশগ্রহণ	১৩. স্কাউট প্রতিজ্ঞা ও আইনের প্রতি দৃষ্টি রেখে ধর্মীয় অনুশাসনসমূহ মেনে চলা ও অপরকে উদ্বুদ্ধ করা।
আনন্দময় সেবা	১২. **স্কাউটিং ও বহিঃ কার্যক্রম :** ক) স্কাউটিং ও বহিঃ কার্যক্রম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। খ) নিজ ইউনিট/উপদলের সাথে অন্ততঃ ১টি হাইকিংয়ে অংশগ্রহণ। গ) নিজ ইউনিট/উপদলের সাথে অন্ততঃ ১ রাতের তাঁবুবাসে অংশগ্রহণ।	১৩. **স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম :** ক) তাঁবুবাস সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। খ) **"রোভার মেট"** কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ। গ) **"রোভার কুশলী ব্যাজ"** অর্জন।	১২. **স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম :** ক) কাব/স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ। খ) **"স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ"** অর্জন।	১৪. **স্কাউটিং ও সেবা কার্যক্রম :** ক) অন্য ১ টি রোভার স্কাউট গ্রুপ এবং ১ টি কাব স্কাউট ও ১ টি স্কাউট গ্রুপ পরিদর্শন করে রিপোর্ট প্রণয়ন। খ) পি. আর. এস-দের নাম ও তথ্য জানা। গ) শাপলা কাব/পিএস তৈরিতে সহযোগিতা প্রদান (অন্ততঃ ১ জন)। ঘ) অর্পিত দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন।
সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য	১৩. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** ক) সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নের পার্থক্য বুঝতে পারা। খ) নিজ গ্রুপ / ইউনিট / উপদলের সাথে অন্ততঃ ১ টি সমাজ সেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ। ১৪. পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ১৫. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** ক) প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। খ) মানব দেহের গঠন সম্পর্কে জানা। গ) নিরাপদ রক্ত সঞ্চালন সম্পর্কে জানা।* ঘ) নিজ রক্তের গ্রুপ জানা।* ঙ) নিজ গ্রুপসহ ১০ জন ব্যক্তির রক্তের গ্রুপ ও নাম ঠিকানা সংগ্রহ করা।* চ) জ্বর মাপতে পারা।* ১৬. বিপি-র পিটিগুলো জানা ও চর্চা করা।	১৪. **"শিক্ষকতা ব্যাজ"** অর্জন। (এই ব্যাজটি ইচ্ছে করলে সেবা স্তরেও অর্জন করা যাবে) ১৫. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** ক) অন্ততঃ ৩ টি সমাজ সেবা/সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকা (পূর্বেরটি ব্যতিত)। খ) বিশ্ব সংরক্ষণ বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানার্জন। গ) ২ টি ফলজ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা। ১৬. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** ক) প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানার্জন। খ) শিশুর ৭ টি মারাত্মক রোগ ও তার প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। ঘ) মাদকাসক্তি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।	১৩. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** ক) অন্ততঃ ৩ টি সমাজ সেবা / সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে নিয়োজিত থাকা (পূর্বেরগুলি ব্যতিত)। খ) বিশ্ব সংরক্ষণ বিষয়ে উচ্চতর জ্ঞানার্জন। গ) পূর্বের রোপনকৃত ২ টি গাছের যত্ন এবং নতুন ২ টি বনজ বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা। ১৪. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** ক) প্রাথমিক প্রতিবিধান সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন। খ) মাদকাসক্তি, হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাস এবং এইডস রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকার সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) সম সাময়িক রোগ, স্বাস্থ্য সমস্যা ও তার প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জানা।	১৫. **সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়ন :** ক) পরিবেশ সংরক্ষণে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য দু'টি তথ্যবহুল চার্ট প্রস্তুত করে প্রদর্শন ও প্রচার করা। খ) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) পূর্বের রোপণকৃত ৪ টি বৃক্ষের পরিচর্যা ও প্রতিবেদন পেশ। ১৬. **স্বাস্থ্য পরিচর্যা :** ক) হেপাটাইটিস-বি ও সি ভাইরাস এবং এইডস রোগ সম্পর্কে উচ্চতর জ্ঞানার্জন। খ) পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন। গ) মাদক দ্রব্যের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে অন্যকে জানানো। **"শিক্ষকতা ব্যাজ"** অর্জন। (সদস্য স্তরে অর্জিত না হলে এই স্তরে অবশ্যই অর্জন করতে হবে)
আত্ম উন্নয়ন	১৭. আত্ম উন্নয়ন সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।*	১৭. **নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে "স্বনির্ভর ব্যাজ" অর্জন (অন্ততঃ এক বছর) :** কম্পিউটার, পোলট্রি ও মৎস্য চাষ, ডেইরি ফার্ম, সেলাই কাজ (সেলাই, বক, বাটিক, এমব্রয়ডারী), বিউটিশিয়ান, পর্যটন কর্মী, আলোকচিত্র শিল্পী, সেটেলাইট ও টেলিকমিউনিকেশন, সাংবাদিকতা, নার্সারী, ইন্টেরিয়র ডিজাইন, শিল্পকলা (সঙ্গীত, যন্ত্র সঙ্গীত, নৃত্য), চিত্র ও কারুশিল্প, সেক্রেটারিয়েল সায়েন্স ইত্যাদি। ১৮. **নিম্নের যে কোন একটি বিষয়ে "স্কাউট কর্মী ব্যাজ" অর্জন :** প্রাথমিক প্রতিবিধান, পাইওনিয়ারিং, সিগনালিং, উদ্ধার কর্মী, হেলথ মোটিভেটর ইত্যাদি।		
সময়সীমা	৩ – ৬ মাস * (বিশেষ ক্ষেত্রে ১ মাস)	৯ – ১২ মাস	৯ – ১২ মাস	৬ – ৯ মাস
ক্রু মিটিং (ন্যূনতম)	০৮ টি	৩০ টি	৩০ টি	২২ টি
উত্তীর্ণ	সদস্য স্তর	প্রশিক্ষণ স্তর	সেবা স্তর	প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট

* (স্টার) চিহ্নিত বিষয়গুলো শুধুমাত্র স্কাউট শাখায় নূন্যতম প্রোগ্রেস ব্যাজ অর্জনকারী স্কাউটরা নবাগত/রোভার সহচর পর্যায়ে এক মাসে সম্পন্ন করে দীক্ষা গ্রহণ করতে পারবে। এক্ষেত্রে তাকে কমপক্ষে ৪ টি ক্রু মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে।

ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ (ব্যাজ পদ্ধতি/Badge System)

ব্যাজ পদ্ধতি স্কাউট আন্দোলনের একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং স্কাউট ট্রেনিংয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বিপি বলেছেন-"Patrol system means Training system, Training system means Badge system. If there is no badge system there is no Scouting."

ব্যাজ পদ্ধতির মাধ্যমে রোভাররা ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে নিজেদেরকে সুদক্ষ রোভার হিসেবে তৈরি করে। ব্যাজ রোভারদের যোগ্যতা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ। স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক বিপি তার **"স্কাউটিং ফর বয়েজ"** বইয়ে উল্লেখ করেছেন-বালকদের নাগরিকত্বের গুণাবলী উন্নয়ন, চরিত্র উন্নয়ন, শিশু-কিশোর ও যুবকদের বয়স অনুযায়ী তাদের কর্মদক্ষতা বাড়াতে ব্যাজ পদ্ধতি অত্যন্ত সহায়ক। বিপি তাঁর মূল ট্রেনিং পদ্ধতির ব্যাজকে **"ব্যাজ অব অনার"** নামে অভিহিত করেছেন। ব্যাজ পদ্ধতি শিশু-কিশোর ও যুবকদের স্কাউটিংয়ের প্রতি চুম্বকের মত আকর্ষণ করে।

ব্যাজ পদ্ধতির উদ্দেশ্যঃ

- রোভার কার্যাবলীতে আগ্রহ সহকারে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা
- প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের মাধ্যমে নেতৃত্ব প্রদানের সুযোগ প্রদান
- রোমাঞ্চকর কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করা
- রোভারিংয়ের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনে সহায়ক

স্কাউটিংয়ে দু'ধরণের ব্যাজ আছেঃ

১) দক্ষতা ব্যাজ (Effeciency Badge), ২) পারদর্শিতা ব্যাজ (Profeciency Badge)

দক্ষতা ব্যাজ (Effeciency Badge)	**পারদর্শিতা ব্যাজ** (Profeciency Badge)
দক্ষতা ব্যাজ রোভারদের জ্ঞান অর্জনে, স্কাউট কার্যাবলী, স্কাউট আদর্শ ও সেবামূলক কাজে উদ্বুদ্ধ করে। বয়সের তারতম্য অনুযায়ী পর্যায়ক্রমিকভাবে ট্রেনিং গ্রহণ করার সুযোগ এনে দেয়।	পারদর্শিতা ব্যাজ রোভারদেরকে নিজের বয়স, যোগ্যতা, সামর্থ এবং আগ্রহের তারতম্য অনুযায়ী বিশেষ বিশেষ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের সুযোগ এনে দেয়।

পারদর্শিতা ব্যাজ মূলতঃ দক্ষতা ব্যাজের পরিপূরক। রোভার প্রোগ্রামে রোভারদের অধিক সংখ্যক পারদর্শিতা ব্যাজ এবং দক্ষতা ব্যাজের ব্যবস্থা নেই। রোভার প্রোগ্রামে দক্ষতা ব্যাজ শুধু মাত্র তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে।

নবাগত হিসেবে স্কাউট আন্দোলনের সেবাদানের পর একজন যুব বয়সী ছেলে-মেয়ে ট্রেনিং গ্রহণ করে এবং দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে রোভারিং এ প্রবেশ করে। রোভারিংয়ে প্রবেশের সাথে সাথে তাকে সদস্য ব্যাজ এবং সোল্ডার অ্যাপুলেট প্রদান করা হয়। প্রত্যেক নবাগতকে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে রোভার কার্যক্রমসমূহে অংশগ্রহণ করতে হয়। সেই লক্ষ্যটি হচ্ছে **"প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জন"**।

রোভার সহচর থেকে সদস্য স্তর, এরপর প্রশিক্ষণ স্তর, তারপর সেবা স্তর। এই স্তরগুলো অতিক্রমকালে একজন রোভারকে রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী নির্ধারিত সিলেবাস ছাড়াও কয়েকটি পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হয়। একজন সফল রোভার নেতাই কেবল রোভার স্কাউটদের দিয়ে রোভার প্রোগ্রাম অনুযায়ী এই ব্যাজগুলি অর্জন করাতে পারেন।

দীক্ষা দিয়ে সদস্য ব্যাজ প্রদানের মাধ্যমে একজন রোভারকে ক্রমান্বয়ে রোভার কুশলী ব্যাজ, শিক্ষকতা ব্যাজ, স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ, পরিভ্রমণকারী ব্যাজ এবং এরই মধ্যে স্বনির্ভর ব্যাজ ও স্কাউট কর্মী ব্যাজ অর্জন করিয়ে পিআরএস অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার যোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে রোভার নেতার ভূমিকা অপরিসীম।

একনজরে নিম্নলিখিত চিত্রে রোভার স্কাউটদের স্তর ব্যাজসমূহ দেখানো হল-

পি আর এস অ্যাওয়ার্ড	
সেবা স্তর (৬-৯ মাস)	পরিভ্রমণকারী ব্যাজ অর্জন
প্রশিক্ষণ স্তর (৯-১২ মাস)	স্কাউট ইনস্ট্রাক্টর ব্যাজ অর্জন
সদস্য স্তর (৯-১২ মাস)	১) রোভার কুশলী ব্যাজ ২) শিক্ষকতা ব্যাজ অর্জন
রোভার সহচর (৩-৬ মাস)	

বিঃদ্রঃ সদস্য স্তর থেকে সেবা স্তর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে- (১) স্বনির্ভর ব্যাজ এবং (২) স্কাউট কর্মী ব্যাজ অর্জন।

সাধারণ দক্ষতা ও পারদর্শিতা ব্যাজ অর্জন ছাড়াও অতিরিক্ত কাজের জন্য সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড লাভ করা যায়। পারদর্শিতা ব্যাজের সাতটি গ্রুপের মধ্যে সমাজ উন্নয়ন বিষয়ক যে সকল ব্যাজ আছে সেগুলো থেকে কমপক্ষে চারটি পারদর্শিতা ব্যাজ এবং নিম্নোক্ত তিনটি ব্যাজ অর্জন করলে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড পাওয়া যাবে।

১। টীকাদান কর্মী ব্যাজ
২। শিশু স্বাস্থ্য কর্মী ব্যাজ
৩। পুষ্টি স্যালাইন ব্যাজ

↓

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড

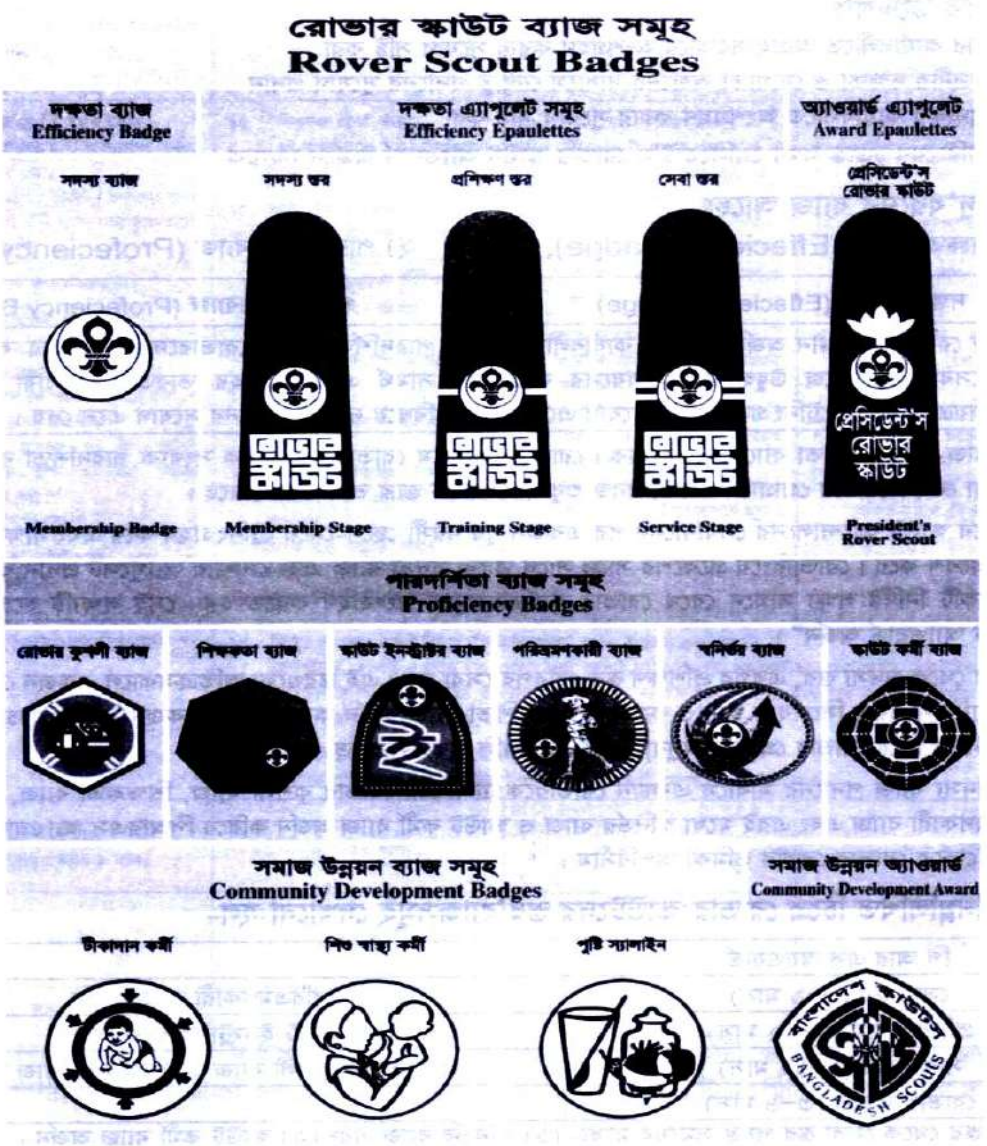

রোভার স্কাউট লিডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য

১। গ্রুপ রোভারস্কাউট লিডারের তত্ত্বাবধানে ও সহকারী রোভার স্কাউট লিডারের সহযোগিতায় একটি রোভার স্কাউট ইউনিট পরিচালনা করা।

২। প্যাট্রোল কাউন্সিলের (উপদল পরিষদ) সুষ্ঠু পরিচালনায় উৎসাহ ও পরামর্শ দান।

৩। রোভার স্কাউট ইউনিট কাউন্সিল সুষ্ঠু পরিচালনায় উৎসাহ, উপদেশ ও প্রয়োজনীয় নির্দেশদান এবং ইউনিটের অভ্যন্তরীণ শৃংখলা, প্রোগ্রাম পরিচালনা, দলীয় তহবিল সংরক্ষণ ও ব্যয় নির্বাহের ব্যাপারে কাউন্সিলকে পূর্ণ সচেতন ও দায়িত্বশীল করে তোলা।

৪। অভিভাবক, প্রতিবেশী ও সমাজের সমর্থনযোগ্যরূপে রোভার স্কাউট কার্যক্রমকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় অর্থ ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহে জনসমর্থন আদায়।

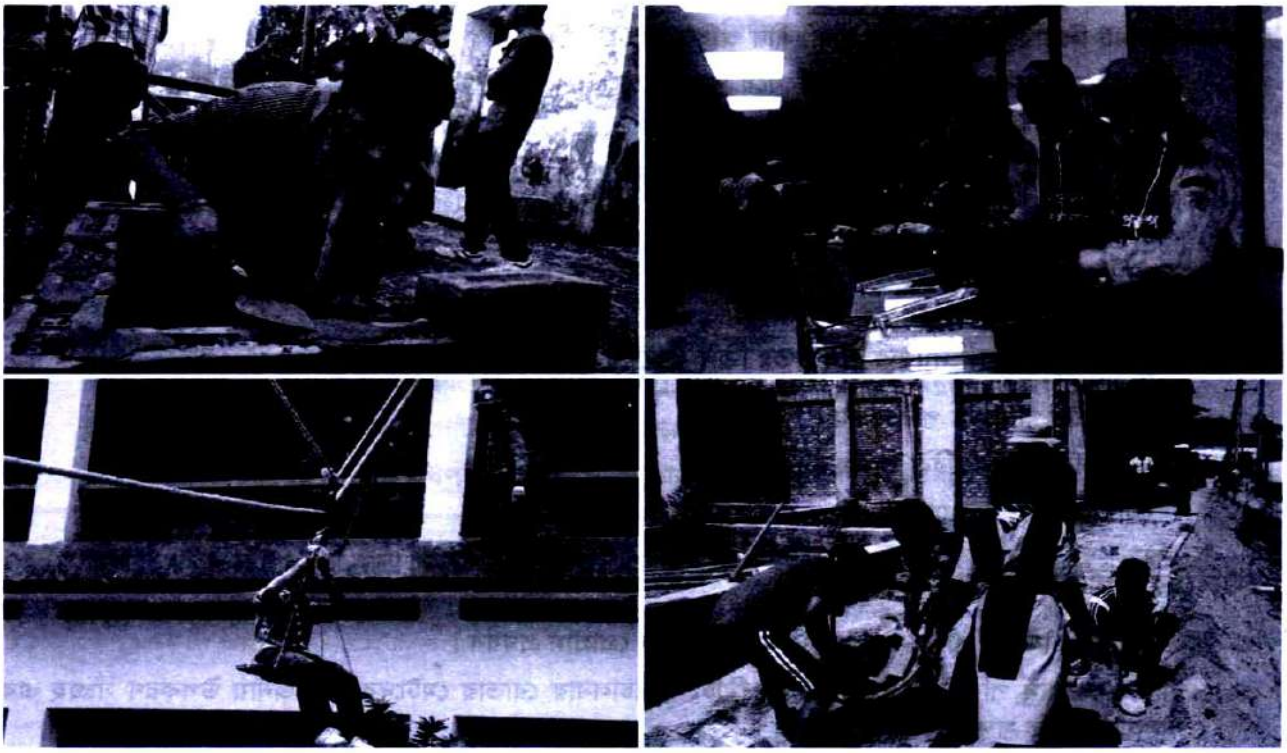

নেতৃত্ব

(ইউনিট লিডার)

ইউনিট লিডার হলেন একটি ইউনিটের মূল চালিকাশক্তি। ইউনিট লিডারের দক্ষতা এবং গ্রহণযোগ্যতার উপরই নির্ভর করে ঐ ইউনিটের ভাবমূর্তী তথা ইউনিটের সাফল্য।

প্রতিজ্ঞা ও আইনের ভিত্তিতে হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বয়স্ক নেতার তত্ত্বাবধানে কাজ করে রোভার স্কাউটরা। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য অর্জনে স্কাউটদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৃত রোভার স্কাউট হিসাবে গড়ে তোলেন ইউনিট লিডার। একজন সফল ইউনিট লিডার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে হলে নিম্নে বর্ণিত যোগ্যতা অর্জন ও দায়িত্ব সচেতন হতে হবে।

ইউনিট লিডারের যোগ্যতা ঃ

১) শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে স্নাতক বা সমমান পাশ হতে হবে।
২) স্কাউট মূলনীতিতে আস্থা থাকতে হবে।
৩) রোভার স্কাউট লিডারের বয়স হবে ২৫ থেকে ৬৫ বৎসর।
৪) রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে সাফল্যের সাথে অংশগ্রহণ করতে হবে।
৫) স্কাউটিং সংক্রান্ত বিভিন্ন বই পুস্তক, সাময়িকী, গঠন ও নিয়মে বর্ণিত রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান এবং স্কাউটিংয়ের অন্যান্য শাখা সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান।
৬) সৎ চরিত্রের অধিকারী এবং ইউনিটের সদস্যগণের সামনে নিজেকে আদর্শ হিসাবে উপস্থাপনের ক্ষমতা।

গুণাবলী ঃ

একজন ইউনিট লিডারকে নিম্নেবর্ণিত গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে-

০১) স্কাউটিংয়ের ব্যবহারিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান।
০২) সদা হাসি-খুশি এবং ধীর-স্থির।
০৩) ধৈর্যশীল।
০৪) ভাল শ্রোতা।
০৫) বিচক্ষণ ও উপায়জ্ঞ।
০৬) সহমর্মী।
০৭) সময় সচেতন ও কর্তব্য পরায়ন।
০৮) স্কাউটদের মঙ্গল আকাঙ্খা।
০৯) সংস্কার মুক্ত।
১০) দুঃসাধ্য সম্পাদনে সাহস।
১১) সৌজন্যবোধ।

একজন ইউনিট লিডারের দায়িত্ব প্রধানতঃ তিন ধরণের-

১) ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা।
২) সাংগঠনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম।
৩) যোগাযোগ ও জনসংযোগ।

ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনা ঃ

০১) ইউনিটের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি বার্ষিক প্রোগ্রাম প্রণয়ন।
০২) বার্ষিক প্রোগ্রাম পরিকল্পনা অনুসারে ক্রু মিটিং পরিচালনায় রোভার মেটদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ এবং ব্যবহার পদ্ধতি সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।

০৩) ক্রু মিটিং এর ২/৩ দিন আগে রোভার মেটদের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঘরোয়াভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান।

০৪) রোভার ইউনিট কাউন্সিলে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনবোধে পরামর্শ প্রদান।

০৫) দীক্ষা অনুষ্ঠান ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন ও পরিচালনা।

০৬) দলের সকল রোভারের উন্নয়ন পরিস্থিতি ও ত্রুটিসমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

০৭) সহকারী ইউনিট লিডার ও ইন্সট্রাক্টরদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

০৮) বিভিন্ন দিবস উদযাপন।

০৯) তাঁবুবাস, হাইকিং, অভিযান, হলিডে, র‍্যাম্বলিং, স্কাউট ওন, ক্যাম্প ফায়ার ইত্যাদির আয়োজন।

১০) সৎকাজ, সমাজ সেবা ও সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের আয়োজন।

সাংগঠনিক ও দাপ্তরিক কার্যক্রম ঃ

১) ইউনিটের বার্ষিক পরিকল্পনা এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নের বাজেট গ্রুপ কমিটির সভায় উপস্থাপন এবং অনুমোদিত প্রোগ্রাম পরিকল্পনা মোতাবেক গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালনা।

২) গ্রুপ কমিটির সভাপতির অনুমোদনক্রমে নিয়মিতভাবে গ্রুপ কমিটির সভার ব্যবস্থা এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পদক্ষেপ গ্রহণ।

৩) নিয়মিতভাবে জেলা রোভার স্কাউটসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা।

৪) ইউনিটের রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫) ইউনিটের বার্ষিক গ্রুপ কাউন্সিল সভার আয়োজন ও গ্রুপ কমিটি গঠন।

৬) গ্রুপ রেজিস্ট্রেশন, নবায়ন ও মেম্বারশীপ ফি প্রদান।

৭) আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব সংরক্ষণ।

৮) ইউনিট কার্যক্রমের রিপোর্ট তৈরি ও জেলা রোভার স্কাউটসে প্রেরণ।

জনসংযোগ ঃ

১) ইউনিট সদস্যদের অভিভাবকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার লক্ষ্যে তিনি সুবিধামত পদ্ধতি অসুসরণ করতে পারেন, যেমন-ইউনিটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ, নিয়মিত সাক্ষাৎ, অভিভাবক দিবসের ব্যবস্থা করা, প্রতি মাসে বা তিন মাসে একবার সদস্যদের উন্নয়ন রিপোর্ট অবহিত করা, দীক্ষা ও ব্যাজ প্রদান অনুষ্ঠানে দাওয়াত করা।

২) ইউনিটের কার্যক্রমের বিশেষ রিপোর্টসমূহ জেলা রোভার স্কাউটসে প্রেরণ।

৩) বাংলাদেশ স্কাউটসের মাসিক মুখপত্র অগ্রদূত ও রোভার পত্রিকায় প্রকাশের জন্য ইউনিটের বিশেষ কার্যক্রমের রিপোর্ট প্রেরণ।

৪) স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য স্কাউট দরদী ব্যক্তি, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, স্কাউট ও শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণকে ইউনিটের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো।

ক্রু মিটিং

ক্রু মিটিং কি? ক্রু মিটিং হচ্ছে রোভার প্রোগ্রাম বাস্তবায়নের জন্য ৬০-৯০ মিনিটব্যাপী প্রশিক্ষণদানের লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক রোভার স্কাউট কর্মসূচী। ক্রু মিটিংয়ে যে সকল বিষয় রোভারদের শেখানো হয় সে বিষয়গুলো ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার, ইনস্ট্রাক্টর, বিশেষজ্ঞগণ ক্রু মিটিং শুরু হওয়ার আগে রোভার মেটদের ভালভাবে শিখিয়ে দেন। পরবর্তীতে ক্রু মিটিং চলাকালীন রোভার মেটরা সহকারী ইউনিট লিডার ও ইনস্ট্রাক্টরদের সহায়তায় নিজ নিজ উপদল সদস্যদের সেই সব বিষয় হাতে-কলমে শেখায়। ক্রু মিটিংয়ে কেবলমাত্র ব্যবহারিক বিষয় শেখানো হয়। ক্রু মিটিং চলাকালীন ইউনিট লিডার ঘুরে ঘুরে রোভার মেটদের কার্যাবলী পর্যবেক্ষণ করবেন ও পরবর্তীতে ক্রু মিটিং মূল্যায়নের সময় রোভার মেটদের ত্রুটিগুলো সংশোধন করে সঠিক বিষয়টি তাদের শিখিয়ে দিবেন।

ক্রু মিটিংয়ের প্রয়োজানীয়তা ঃ ইউনিটে ক্রমোন্নতিশীল স্কাউটিং চালু রাখার জন্য ক্রু মিটিং একান্ত অপরিহার্য। স্কাউটিংয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হলো "হাতে কলমে কাজ করার মাধ্যমে শেখা"। নিয়মিত ক্রু মিটিং না হলে রোভারদের হাতে-কলমে কাজ করার সুযোগ কমে যায় এবং এর কার্যক্রম স্থিমিত হয়ে পড়ে। তারা ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করতে পারে না। কেবলমাত্র ক্রু মিটিংয়ের মাধ্যমেই কোন নির্দিষ্ট বিষয় হাতে-কলমে শিখিয়ে দক্ষতা অর্জন করানো সম্ভব। ফলে রোভাররা বিষয় ভিত্তিক দক্ষতা লাভ করে নির্দিষ্ট ব্যাজ অর্জনে সক্ষম হয়।

সফল ক্রু মিটিংয়ের উপদান ঃ ১) প্রশিক্ষক দল, ২) আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কর্মসূচী এবং ৩) প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ।

১) প্রশিক্ষক দল ঃ ইউনিট লিডার, সহকারী ইউনিট লিডার, ইনস্ট্রাক্টর ও বিশেষজ্ঞগণ দ্বারা প্রশিক্ষক দল গঠিত হয়। প্রশিক্ষক দল না থাকলে ইউনিট লিডার নিজে রোভার মেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান করবেন এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রশিক্ষক দল গঠনের চেষ্টা করবেন।

২) আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কর্মসূচী ঃ রোভার বয়সী যুবক/যুবতী আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চপূর্ণ কার্যক্রম পছন্দ করে। কোন ক্রু মিটিংকে সফল করে তোলার জন্য এবং ক্রমোন্নতিশীল প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য ক্রু মিটিংয়ের কর্মসূচী এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যার মধ্যে থাকবে রোভার বয়সী যুবক/যুবতীদের আগ্রহ বজায় রাখার মত আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যময় ও রোমাঞ্চকর কার্যক্রম। যার ফলশ্রুতিতে ক্রু মিটিংয়ের সফলতা ও যুবক/যুবতীদের চাহিদার পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

৩) প্রশিক্ষণ উপকরণঃ প্রশিক্ষণ উপকরণের সরবরাহ থাকলে রোভারা হাতে-কলমে ব্যবহারিক কাজ করার সুযোগ পায়। ফলে সেই বিষয়ে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ক্রু মিটিংয়ে ব্যবহারিক বিষয় শেখানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ ইউনিটে পর্যাপ্ত পরিমানে সংরক্ষণ করা আবশ্যক।

ক্রু মিটিংয়ের নমুনা কর্মসূচী

আরম্ভের সময় ঃ ৩.০০ টা, শেষ হওয়ার সময় ঃ ৪.৩০ মিনিট

কার্যক্রম	দায়িত্ব	সময়
উপস্থিতি	সিনিয়র রোভার মেট	০১ মিঃ
পতাকা উত্তোলন	রোভারস্কাউট লিডার	০২ মিঃ
প্রার্থনা সংগীত	রোভার	০৩ মিঃ
পরিদর্শন, চাঁদা আদায় ও রিপোর্টিং	রোভার মেট	০৬ মিঃ
ঘোষণা	রোভারস্কাউট লিডার	০৩ মিঃ
খেলা/গান/নাচ/গল্প/অভিনয় (বিষয়.....)	রোভার মেট	০৬ মিঃ
পুরাতন পাঠের অনুশীলন (বিষয়.....)	রোভার মেট	১৫ মিঃ
খেলা/গান/নাচ (বিষয়.....)	রোভার মেট	০৬ মিঃ
নতুন পাঠ-১ (বিষয়.....)	রোভার মেট	১৫ মিঃ
খেলা/গান/প্রতিযোগিতা (বিষয় .....)	রোভার মেট	০৬ মিঃ
নতুন পাঠ-২ (বিষয়.....)	রোভার মেট	১৫ মিঃ
খেলা/গান/অভিনয়	রোভার মেট	০৫ মিঃ
পতাকার কাছে সমবেত হওয়া	সিনিয়র রোভার মেট	০২ মিঃ
ঘোষণা/প্রার্থনা	রোভারস্কাউট লিডার	০৩ মিঃ
পতাকা নামানো	রোভারস্কাউট লিডার	০১ মিঃ
ছুটি	সিনিয়র রোভার মেট	০১ মিঃ
মোট সময়		**৯০ মিঃ**
বিঃদ্রঃ ক্রু মিটিং ৬০ মিনিটের কর্মসূচীও হতে পারে।		

স্কাউট আন্দোলনের সাংগঠনিক কাঠামো

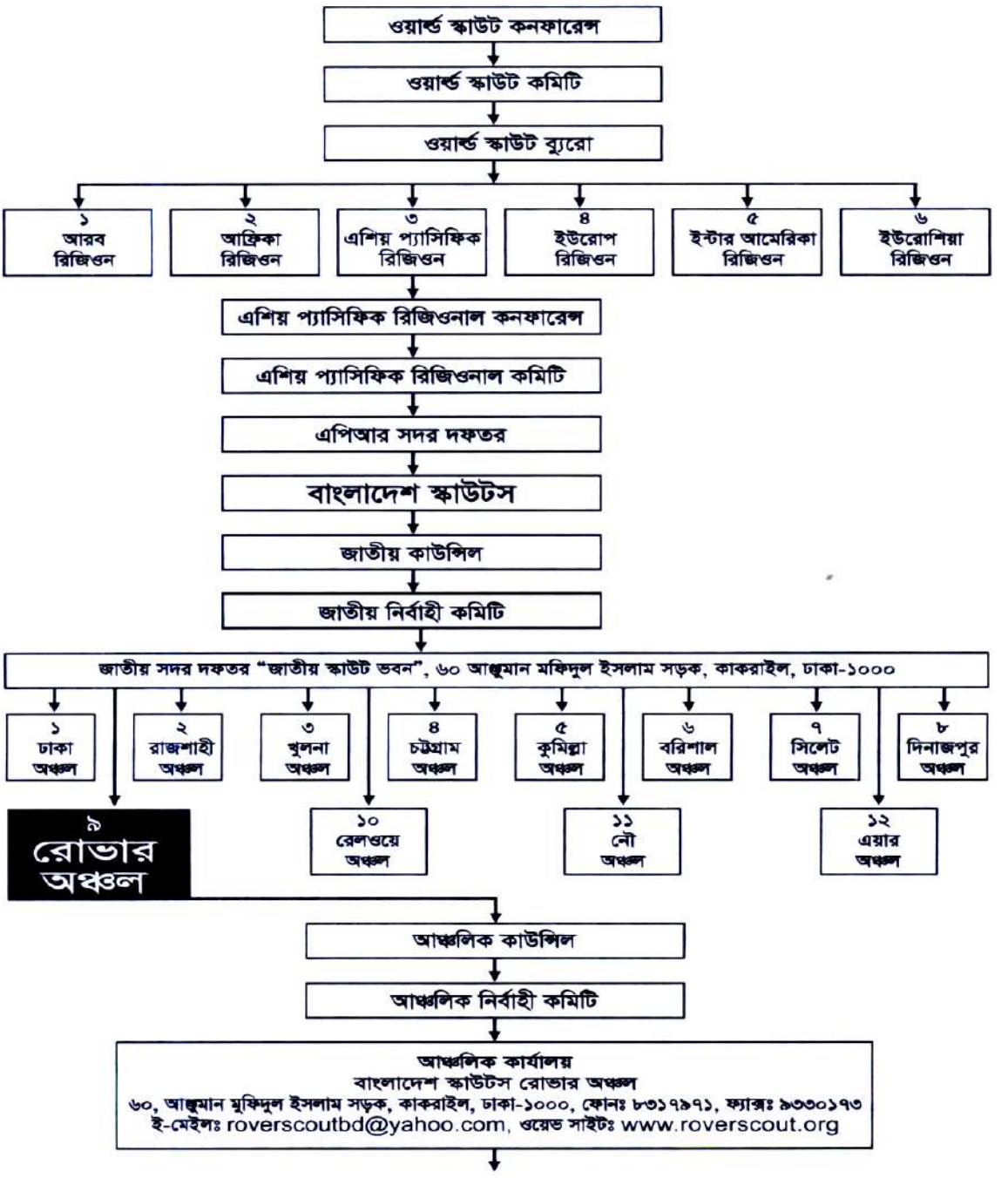

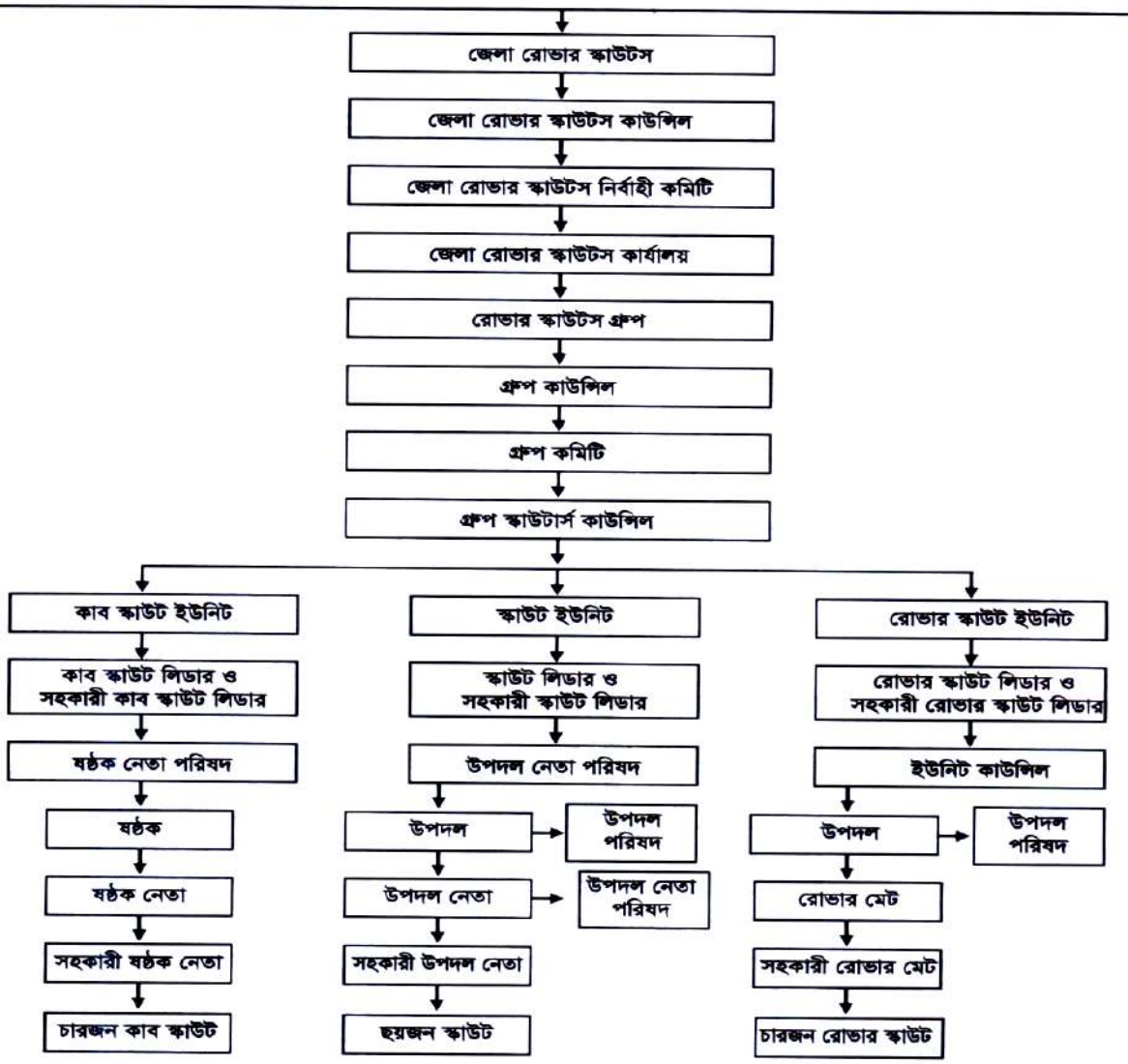

ওরিয়েন্টেশন কোর্স শেষে অংশগ্রহণকারীবৃন্দের করণীয়

০১। নিজ জেলা রোভার স্কাউটসের আওতাধীন সংশ্লিষ্ট ইউনিট/গ্রুপের স্কাউটিং কার্যক্রমে নিজ উদ্যোগে সম্পৃক্ত হওয়া এবং সংশিষ্ট ইউনিটের ইউনিট লিডারের নিকট থেকে স্কাউটিং কার্যক্রম সম্পর্কে বিস্তারিত অবহিত হওয়া।

০২। তিন মাস ইউনিটে সম্পৃক্ত থাকার পর সংশিষ্ট ইউনিট লিডার ও জেলা রোভার স্কাউটসের মাধ্যমে রোভার স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য আবেদন করা অথবা সংশ্লিষ্ট ইউনিট লিডারের মাধ্যমে রোভার স্কাউট গ্রুপের গ্রুপ কমিটিতে সদস্য হিসেবে সম্পৃক্ত হয়ে স্কাউটিং কার্যক্রমে সেবাদান করা।

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী, সময়ানুবর্তী হতে সাহায্য করে।
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক।
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ ও সবল রাখতে সাহায্য করে।
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়।
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েকে চৌকোষ করে গড়ে তুলে।
- স্কাউটিং বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে উদারতা শিক্ষা দেয়।
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলে।
- স্কাউটিং নিয়ম ও ধৈর্য শিক্ষা দেয়।
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েকে কর্মঠ করে গড়ে তুলে।
- স্কাউটিং শ্রমের মর্যাদা শেখায়।
- স্কাউটিং সমাজের উপকারী নাগরিক সৃষ্টি করে।
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েকে পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে।
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েকে অবসর সময়ে গঠন মুলক কাজে যোগ দিয়ে মূল্য বোধের অবক্ষয় বোধে সাহায্য করে।

বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চল

৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০

ফোন ঃ ৮৩১৭৯৭১, ফ্যাক্স ঃ ৯৩৩০১৭৩

ই-মেইল ঃ roverscoutbd@yahoo.com

ওয়েব সাইট ঃ www.roverscout.org